বিশেষ সংখ্যা

বাবা দিবস

প্রকাশনার ৮২ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২২ ❖ ১৯ - ২৫ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

যিশুর পুণ্য দেহ ও রক্ত আমাদের পরম পাথেয়

যিশুর হৃদয়ে প্রেমানলে

বাবাই জীবনের পূর্ণতা

আমার বাবা

চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী

তোমার জন্ম, তোমার কর্ম ও তোমার মৃত্যু সব কিছুই প্রেমময় ঈশ্বর স্মরণীয় ও বরণীয় করে তুলেছেন আমাদের সবার অন্তরে। যিশুর দৃশ্যমান প্রতিনিধি হয়ে যাজকত্ব বরণের মধ্যদিয়ে একজন বাণী প্রচারক হিসেবে তুমি তোমার জীবন উৎসর্গ করেছিলে প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে। যিশুর ও ভক্তদের প্রতি তুমি যে অপরিসীম ভালোবাসার নিদর্শন রেখে গিয়েছ তা আজ আমরা আমাদের পরিবারে তোমার অনুপস্থিতি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। তোমার ঐশরাজ্যে চিরকালীন যাত্রায় আজ তিনটি বছর হয়ে গেল। তোমার বিদায় বেলায় তোমার কষ্টগাঁথা জীবনের কথা আমরা কোনদিন ভুলবো না। তোমার ধৈর্য, তোমার প্রার্থনা, তোমার শক্তি ও সাহসিকতার মনোবল, তোমার প্রতি মানুষের অকৃত্রিম ভালেবাসা ও সবার সম্মিলিত প্রার্থনার গুণে তোমার শেষের দিনগুলোতে তোমাকে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে যা সত্যিই আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। আমরা প্রার্থনা করি, প্রভু যিশু যেন স্বর্গরাজ্যেও তাঁর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে তোমায় স্থান দেন। আমাদের জন্যেও ঈশ্বরের প্রেমাশীর্বাদ বর্ষণ করো যেন বাকি জীবন পরিবার, সমাজ এবং মণ্ডলীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে ভালোবাসাপূর্ণ জীবন উৎসর্গ করে যেতে পারি।

তোমারই স্মরণে আজ শ্রদ্ধাভরে ও কৃতজ্ঞতার অন্তরে প্রভু যিশুর ধন্যবাদ ও প্রশংসা করি এবং মণ্ডলীর প্রতি জানাই পরিবারের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

প্রয়াত ফাদার শ্যামল লরেন্স রেগো
জন্ম: ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ
যাজক অভিষেক: ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ
যাজকীয় রজত জয়ন্তী: ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২০ জুন, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

পরিবারবর্গ
গ্রাম : ভুরুলিয়া, পো:অ: নাগরী, থানা: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।

বিজ্ঞ/১৭৫/২২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,
আপনি কি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র একজন নিয়মিত গ্রাহক হতে চান? সাপ্তাহিক প্রতিবেশী দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে লালন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে তুলেছে 'প্রতিবেশী পরিবার'। প্রতিবেশী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই।

—ঃ গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী ঃ—

- বছরের যে কোন সময় পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়।
- গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার যোগে অথবা সরাসরি অফিসে এসে পরিশোধ করা যাবে। মনে রাখবেন, টাকা পাওয়া মাত্রই আপনার ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
- চেকে (Cheque) চাঁদা পরিশোধ করতে চাইলে THE PRATIBESHI নামে চেক ইস্যু করুন।
- গ্রাহকের পুরো নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথেই তা আমাদের জানাতে হবে।

ডাক মাসলসহ বার্ষিক চাঁদা

বাংলাদেশ	৩০০ টাকা
ভারত	ইউএস ডলার ১৫
মধ্যপ্রাচ্য/এশিয়া	ইউএস ডলার ৪০
ইউরোপ/যুক্তরাজ্য/যুক্তরাষ্ট্র/অস্ট্রেলিয়া	ইউএস ডলার ৬৫

বিকাশ নম্বর : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২

যোগাযোগের ঠিকানা : সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ, সকাল ৯টা-বিকাল ৫টা) অফিস চলাকালিন সময়ে : ৪৭১১৩৮৮৫

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮২, সংখ্যা : ২২
১৯ - ২৫ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
৫ - ১১ আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা
ছনি মজেছ ডি রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

ভালবাসা ও ভরসার এক বিশ্বস্ত নাম ‘বাবা’

জুন মাস মাণ্ডলিকভাবে যিশু হৃদয়ের মাস নামে অভিহিত। যিশুর হৃদয় ভালবাসায় পরিপূর্ণ। যে ভালবাসাতে রয়েছে ক্ষমা, দয়া, সহানুভূতি, সহমর্মিতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা-সম্মান, একতা-মিলন, সহযোগিতা-সহভাগিতা। ভালবাসার কারণেই ঈশ্বর মানুষের দুঃখ-কষ্টের সহভাগী হলেন। বাস্তব জীবনেও লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, হৃদয়ের ভালবাসার টানেই একজন ছুটে যায় অন্যজনের কাছে। ভালবাসাই পারে সকল কঠিনতাকে জয় করতে। আর তাই হৃদয়ের বন্ধন শুরু হয় ভালবাসা দিয়ে। যিশুর সেই পরম পবিত্র হৃদয়ের আহ্বান হল তাঁর সাথে যুক্ত থাকা। মানব জীবনের দুঃখ-কষ্ট, হতাশা-নিরাশা, প্রতারণা-প্রবঞ্চনা সবকিছুকে প্রভুযিশু তাঁর হৃদয়ের ভালবাসার পরশ দিয়ে আলোকিত করে তোলেন। তাঁর পবিত্র হৃদয়ের পরশে দুঃখীজন পায় সান্ত্বনা, পাপীজন পায় ক্ষমা আর আশাহীন পায় আশার আলো। যিশু তাঁর হৃদয়ের কাছে আমাদের সবাইকে ডাকেন।

ভালবাসার আরেকটি উৎসব পালিত হয় এ জুন মাসেই। জুন মাসের তৃতীয় রবিবার বাবা দিবস পালিত হয়, যা এ বছর ১৯ তারিখে উদ্‌যাপিত হবে। বাবা-মার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার কথা সকল ধর্মে ও কৃষ্টিতেই বলা আছে। পবিত্র বাইবেলের যাত্রাপুস্তক গ্রন্থে ২০:১২ পদে বলা হয়েছে, তোমরা পিতা মাতাকে সম্মান কর, তাহলে তোমরা তোমাদের দেশে দীর্ঘ জীবন যাপন করবে। আসলে বাবা মায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন তো স্বয়ং স্রষ্টারই ইচ্ছা, তাঁরই আদেশ এবং সর্বজাতির জন্য সর্বমঙ্গলময় একটি নির্দেশনা। এই নির্দেশনা পালন মানে তো স্রষ্টার মঙ্গলময় ইচ্ছা পালনেরই সমরূপ। বাবার প্রতি সন্তানের ভালোবাসা প্রকাশের জন্য বাবা দিবসটি উৎসর্গ করা হয়ে থাকে। খুব শিশুকাল থেকেই আসলে শুরু হয় বাবা ও সন্তানের ভালবাসার সম্পর্ক। পরবর্তীতে যা বৃদ্ধি পায় মাত্র। তাই সকল বাবাকেই সন্তানদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হলে দরকার শিশুকাল থেকেই সন্তানকে সঙ্গদান।

প্রাত্যহিক জীবনে অনেক বাবারাই সন্তানদের খুশির জন্য ও পরিবারের একটু আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য নিজের আরাম-আয়েশ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ভালোলাগা ও ভালোবাসা বিসর্জন দিয়ে দেশে ও বিদেশে অমানুষিক পরিশ্রম করে নিজেকে উৎসর্গ করছেন। তাই পরিবারে তথা প্রত্যেক সন্তানের জীবনে বাবার তুলনা চলে সুবিশাল বটবৃক্ষের সাথে; যিনি শত সহস্র ঝড়-ঝঞ্জা নীরবে সয়ে পরিবার আগলে রাখেন; সন্তানদের অতি ক্ষুদ্র আঘাত কিংবা কষ্টের হাত থেকে রক্ষা করতে সদা বদ্ধপরিকর থাকেন। নিরলস পরিশ্রম করে, নিজের দেহের রক্ত পানি করে সন্তানের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এঁকে দিয়ে যান, নিজে ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করে সন্তানকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নিশ্চয়তা দান করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ যিনি, তিনি আমাদের বাবা। বাবা দিবস সেই ভালবাসাময় বাবার প্রতি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাতে এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ এনে দেয়। তবে পরিতাপের বিষয়, অনেক সন্তানই তাদের পিতামাতার দেখাশুনার প্রতি বেশ উদাসীন ও অমনোযোগী। বর্তমান সময়ে আর্থিক নিশ্চয়তার সাথে সাথে পিতার সঙ্গদানও সন্তানেরা ভীষণভাবে প্রত্যাশা করে। তবে সন্তানদেরকে বুঝতে হবে, বাস্তবসম্মত কারণেই বাবা কাছে না থাকলেও তার ভালবাসা সবসময়ই তাদেরকে সঙ্গ দেয়। যেকোন প্রয়োজনে বাবা যেমনি সন্তানের নির্ভরতা ও ভরসা তেমনি সন্তানও যেন বাবার স্বপ্ন বাস্তবায়নে সদা তৎপর হয়। যিশু সর্বাবস্থায় তাঁর পিতার পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করেছেন এবং জীবনের কঠিনতম সময়ে পিতার উপর নির্ভরশীলও হয়েছেন। পিতা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেই সাধু যোসেফ তাঁর পরিবার পরিচালনা করেছেন। তাইতো নাজারেথের পবিত্র পরিবারের কর্তা সাধু যোসেফকে মাতামণ্ডলী আদর্শ পিতাদের প্রতিপালক রূপে দান করেছেন। যিনি সর্বদা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে মেনে নিয়ে নিজের সকল স্বার্থ, আরাম আয়েশ, ভোগ-বিলাস বিসর্জন দিয়ে ধন্যা কুমারী মারীয়া ও তার পুত্র যিশুর প্রতি সকল দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। নিজ জীবন সাক্ষ্য দিয়ে যিশুকে ধার্মিকতা, বিশ্বস্থতা, ন্যায্যতা, বাধ্যতার পথে চলতে ও পরিশ্রমী হতে শিক্ষা দিয়েছেন।

নাজারেথের পরিবারের মতো সকল পরিবারেই একতা ও শান্তির পরিবেশ বজায় রাখতে পিতার ভূমিকা থাকবে সর্বাগ্রে। পরিবারের মধ্যে একজন পিতা সর্বোত্তম প্রচেষ্টা, ঐকান্তিকতা, স্ত্রী সন্তানের প্রতি সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও শ্রদ্ধাবোধ দ্বারা প্রতিনিয়তই সংসারকে সুন্দর ও সুখী রাখার চেষ্টা করে। বাবা দিবসে সকল বাবার কাছে প্রত্যাশা তারা যেন সন্তানের নির্ভরতা ও নিশ্চয়তার স্তম্ভ হয়ে ওঠেন। সকল বাবার প্রতি রইল প্রার্থনাপূর্ণ শুভেচ্ছা, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। †

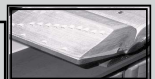

পরে তিনি সেই পাঁচখানা রুটি ও দু'টো মাছ হাতে নিয়ে স্বর্গের দিকে চোখ তুলে সেগুলোকে আশীর্বাদ করলেন ছিঁড়লেন; এবং লোকদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য তা শিষ্যদের দিলেন। - **লুক ৯: ১৬**

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

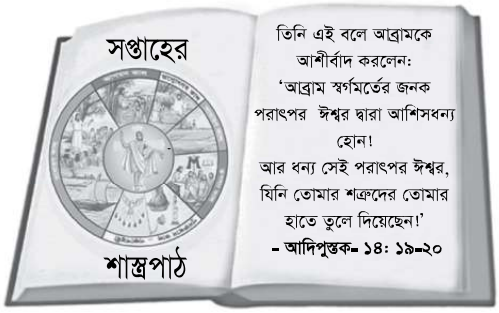

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৯ - ২৫ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

১৯ জুন, রবিবার
আদি ১৪: ১৮-২০, সাম ১১০: ১-৪, ১ করি ১১: ২৩-২৬, লুক ৯: ১১-১৭
২০ জুন, সোমবার
২ রাজা ১৭: ৫-৮, ১৩-১৫, ১৮, সাম ৬০: ১-৩, ১০-১১, মথি ৭: ১-৫
২১ জুন, মঙ্গলবার
সাধু আলইসিউস গঞ্জাগা, সন্ন্যাসব্রতী, *স্মরণদিবস*
২ রাজা ১৯: ৯-১১, ১৪-২১, ৩১-৩৬, সাম ৪৮: ১-৩, ৯-১০, মথি ৭: ৬, ১২-১৪
অথবা *সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:*
রোমীয় ১২: ১-২, ৯-১৭, ২১, সাম ১৩১: ১-৩, মার্ক ১০: ২৩-৩০
২২ জুন, বুধবার
নোলার সাধু পলিনুস, বিশপ
সাধু জন ফিশার, বিশপ **এবং সাধু টমাস ম্যুর,** সাক্ষ্যমরণ
২ রাজা ২২: ৮-১৩; ২৩: ১-৩, সাম ১১৯: ৩৩-৩৭, ৪০, মথি ৭: ১৫-২০
বুধবার সন্ধ্যা **দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের জন্মোৎসব,** *মহাপর্ব*
জেরে ১: ৪-১০, সাম ৭১: ১-৬, ১৫, ১৭, ১ পিতর ১: ৮-১২, লুক ১: ৫-১৭
২৩ জুন, বৃহস্পতিবার
দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের জন্মোৎসব, *মহাপর্ব*
ইসা ৪৯: ১-৬, সাম ১৩৯: ১-৩, ১৩-১৫, শিষ্য ১৩: ২২-২৬, লুক ১: ৫৭-৬৬, ৮০
২৪ জুন, শুক্রবার
যিশুর পরম পবিত্র হৃদয়, *মহাপর্ব*
এজে ৩৪: ১১-১৬, সাম ২৩: ১-৬, রোমীয় ৫: ৫-১১, লুক ১৫: ৩-৭
২৫ জুন, শনিবার
কুমারী মারীয়ার নির্মল হৃদয়
ইসা ৬১: ৯-১১, গীতিকা সামু ২: ১, ৪-৫, ৬-৭, ৮কখগঘ, লুক ২: ৪১-৫১

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৯ জুন, রবিবার
+ ১৯৫১ সিস্টার এম. মুনচিন আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৭৬ সিস্টার এম. রেজিনা আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮১ ব্রাদার ফ্লাবিয়ান লাপ্লান্তে সিএসসি
২০ জুন, সোমবার
+ ১৯৬৭ ফাদার আঞ্জেলো দেল কর্ণো পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০১ ফাদার লুইজি পিনোস পিমে (রাজশাহী)
+ ২০১৮ ফাদার শ্যামল এল রেগো (ঢাকা)
২১ জুন, মঙ্গলবার
+ ১৯৬৭ ফাদার খ্রীষ্টফার ব্রুক্স সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৬৮ ফাদার ক্ল্যারেন্স লী (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৭ সিস্টার মেরী ক্ল্যায়ার এসএমআরএ (ঢাকা)
২৪ জুন, শুক্রবার
+ ২০০৭ সিস্টার মেরী গ্রেস এমএমআরএ (ঢাকা)
২৫ জুন, শনিবার
+ ১৯৪৪ সিস্টার পেলাজি আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৬৪ ফাদার মাইকেল বিয়াক্কি (দিনাজপুর)
+ ২০০১ সিস্টার রেনাতা আস্তেজিয়ানো ওএসএল (খুলনা)
+ ২০০৪ সিস্টার ভিনসেন্সা হালদার এসসি (খুলনা)
+ ২০১১ সিস্টার মারিয়ান তেরেসা সিএসসি (ঢাকা)

মূল্যবোধ-শিক্ষা প্রসঙ্গে কিছুকথা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পত্রিকা ২৮ মে ২০২২ খ্রিস্টাব্দ সংখ্যায় "মূল্যবোধ-শিক্ষার জন্য পাঠ্যক্রম" প্রকাশিত লেখাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং সময়োপযোগী। মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসিকে আন্তরিক শ্রদ্ধাসহ সমবায়ী অভিনন্দন জানাই।

কার্ডিনাল মহোদয়ের কথা: "আমাদের দেশের বর্তমান সমাজের দিকে তাকিয়ে কিছু অশুভ চিহ্ন দেখছি, তার মূল কারণ হচ্ছে বিভিন্ন পর্যায়ে উল্লেখিত মূল্যবোধ গুলোর ঘাটতি রয়েছে" লেখাটির সাথে একমত পোষণে ধন্যবাদ।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পত্রিকা ১ নভেম্বর ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ সংখ্যায় "কে দায়ী?" লেখায় মূল্যবোধ শিক্ষার প্রথম ধাপ:-পিতা-মাতাকে সম্মান করিবে, গুরুজনকে মান্য করিবে, সদা সত্য কথা বলিবে, মিথ্য কথা বলা মহাপাপ ইত্যাদি। পিতা-মাতা এবং শিক্ষকমণ্ডলীর প্রতি বিশেষ অনুরোধ, কালবিলম্ব না করে আদরের খুকুমনিদের "আদর্শলিপি" তে প্রকাশিত সুন্দর কথাগুলোর মানে বুঝিয়ে জ্ঞানদান করুন। উপার্জনকারী বাবা, স্বামী, ভাই-বোনদের নিকট বিশেষ অনুরোধ, আয় বুঝে ব্যয় করা, সত্যকথা বলা, মিথ্যাকে প্রশ্রয় না দিয়ে লোভ-লালসা থেকে নিজেকে বিরত রাখুন, তাতে অল্পতে সন্তুষ্টি পাওয়া যাবে। প্রকাশিত লেখাটির আশানুরূপ উন্নতি নজরে পড়েনি। দুঃখিত, পাঠ্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, শিক্ষার্থীরা কিভাবে আরো ভালো মানুষ হতে পারে তা যেন তারা নিজেরা জানতে পারে এবং তারা যেন এমন সমাজ গঠন করবে সেখানে থাকবে সমতা, ন্যায্যতা, স্বাধীনতা, সততা, শান্তি, ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ব এবং মানবতা" লেখাটি ভক্তদের অবগতির জন্য প্রতিবেশী পত্রিকায় প্রকাশে সত্যিই প্রশংসার দাবীদার।

প্রকাশিত লেখার সমালোচনা করা মানেই বিরোধিতা নয়! বরং আলোচনায় ভুল-ত্রুটি সংশোধনে সঠিক পদক্ষেপ গৃহীত হলেই সমাজের উন্নয়ন সহজ হবে।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পত্রিকা ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ সংখ্যায় "স্কুলে খ্রিস্টান ধর্মশিক্ষা প্রসঙ্গে কিছু কথা" এবং ৬ মে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ সংখ্যায় "দূর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন প্রসঙ্গে কিছু কথা" লেখা দুটি মনোযোগসহ পাঠে বেরিয়ে আসবে আমাদের অবস্থান কোথায়?

মহামান্য আর্চবিশপ মহোদয় বরাবর ২৩ এপ্রিল ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে লেখা চিঠিতে সমাজের বর্তমান পরিবেশ বিবেচনায় একজন কো-অর্ডিনেটর খুবই প্রয়োজন। চিঠির অনুলিপি মোট ৭ (সাত) জন শ্রদ্ধেয় পুরোহিতদের সদয় অবগতি এবং চিন্তাধারা বাস্তবায়নে সহযোগিতা কামনা করলেও জানিনা, কেন প্রশাসন কর্তৃপক্ষ আমলে নেয়নি। আবারো বলি, মূল্যবোধ-শিক্ষা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত "কো-অর্ডিনেটর" ছাড়া বিকল্প নাই। একটু ভেবে দেখার অনুরোধ রইলো।

কাথলিক মণ্ডলীর সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পত্রিকায় সম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত লেখা নিয়মিত পাঠ, চর্চা এবং আলোচনায় অর্জিত জ্ঞান ভুলিবার নয়। সম্পাদক মণ্ডলীর কার্যক্রম আরো বেগবান হোক, প্রার্থনায় ঈশ্বরের আশীর্বাদ যাচ্না করি। খুঁজিলে পাওয়া যায় কথাটি মূল্যায়নে সমাজের শিক্ষিত ভাই-বোনদের নিকট অনুরোধ প্রতিবেশী পত্রিকা নিয়মিত পাঠ, চর্চা এবং আলোচনায় সমাজের সঠিক উন্নয়নমূলক কাজে-লেখায় অংশগ্রহণে নিজেকে একজন সুনাগরিক হিসেবে পরিচিতি লাভে গর্বিত হোন।

- পিটার পল গমেজ
১০৬/১১, মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

যিশু হৃদয়ের প্রেমানলে

ব্রাদার সিলভেস্টার মৃধা সিএসসি

যিশু হৃদয়ের আকর্ষণ: খ্রিস্টধর্ম বিশ্বাস - ভালবাসা ও খ্রিস্টীয় জীবনযাপন

হৃদয়: ঈশ্বরের আবাসগৃহ। আত্মা মন - মানসিক অবস্থা গীতিকারের সুরে - আমাদের হৃদয় প্রেম দিয়ে তুমি গড়ো, ওহে প্রেমের কবি।

যিশু হৃদয় ও আমাদের হৃদয়ের পার্থক্য:

ক) যিশুর হৃদয়ের ভালবাসা অসীম।
- আমাদের হৃদয়ের ভালবাসা সসীম।

খ) যিশু হৃদয়ের ভালবাসা শর্ত ও স্বার্থহীন।
- আমাদের হৃদয়ের ভালবাসা শর্ত ও স্বার্থ সাপেক্ষে।
- আমাদের হৃদয়ে অহংকার ঈর্ষা ও হিংসায় ভরা।

গ) যিশুর হৃদয় সকলের জন্য উন্মুক্ত।
- আমাদের হৃদয় সীমিত ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত।

ঘ) যিশু হৃদয় ত্যাগ, সেবা ও ভালবাসায় পূর্ণ।
- আমাদের হৃদয় কুসংস্কারাবদ্ধ

ঙ) যিশু হৃদয় শুধু উন্মুক্তই নয়, সর্বজন গ্রহণীয়।
- আমাদের হৃদয়াসন মুষ্টিমেয় ব্যক্তির কাছে গ্রহণীয়।

চ) যিশু হৃদয় পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছা ও পরিকল্পনায় পরিচালিত।
- আমাদের হৃদয় নিজের উপর প্রতিষ্ঠিত ও অন্যের সাহায্যে পুষ্ট।

ছ) যিশু হৃদয় বলতে পিতা পুত্রের মহা মিলনে প্রতিষ্ঠিত।
- আমাদের হৃদয় ভগ্ন, বিচ্ছিন্ন - সংকীর্ণ

সাধু প্যাট্রিকের যিশু হৃদয়ের স্তুতি:

- খ্রিস্ট আমার সহবর্তী- খ্রিস্ট আমার অন্তরে।
- খ্রিস্ট আমার পশ্চাৎবর্তী - খ্রিস্ট আমার অগ্রবর্তী।
- খ্রিস্ট আমার নিম্নদেশে– খ্রিস্ট আমার উর্ধ্বাকাশে।
- খ্রিস্ট আমার দক্ষিণপার্শে– খ্রিস্ট আমার বামপার্শে।
- খ্রিস্ট আমার গৃহকোণে– খ্রিস্ট আমার পথিমধ্যে।
- খ্রিস্ট আমার মন্দিরে – খ্রিস্ট আমার ক্রীড়াক্ষেত্রে।
- খ্রিস্ট আমার কর্মক্ষেত্রে – খ্রিস্ট আমার পাঠাগারে।
- খ্রিস্ট আমার শুভাকাঙ্ক্ষির অন্তরে– খ্রিস্ট আমার উপদেষ্টার ওষ্ঠাধারে।
- খ্রিস্ট আমার দ্রষ্টার দুই চক্ষুতে – খ্রিস্ট আমার শ্রোতার কর্ণকুহরে।

সাধ্বী মার্গারেট মেরীকে যিশুর দিব্যদর্শন দান: অধিকাংশ লোক যিশুর একটি মাত্র দর্শনদানের কথা জানে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যিশু প্রায় চল্লিশ বার সাধ্বী মার্গারেটকে দর্শনদান করেন। আর প্রায় সব দর্শনেই যিশু একই প্রকার কথা বার বার উচ্চারণ করেন, "কোন মানুষ আমাকে ভালবাসে না, নানা পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে তারা নিরন্তর আমার হৃদয়কে বেদনা বিদ্ধ করছে। তুমি তাদের এই সমস্ত পাপের ক্ষতি পূরণ (প্রতিদান) করে আমার মনে সান্ত্বনা দান কর।" মহোবাসকালে একদিন যিশু সাধ্বী মার্গারেটের সামনে উপস্থিত হন, তাঁর পঞ্চক্ষত থেকে ঝরছিলো টকটকে লাল তাজা রক্ত। বেদনার্ত কণ্ঠেই তিনি মার্গারেটকে বলেন, "মানুষের পাপের ফলে আমার কি দশা হয়েছে দেখ। জগতের এমন কি কেউ নেই যে আমার উপর একটুখানি করুণা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, আমার এই বেদনার সহভাগি হতে আগ্রহ প্রকাশ করে?" একদিন মার্গারেট জলপাই বাগানে যিশুর সেই মর্মবেদনার কথা ধ্যান করছিলেন, হঠাৎ যিশু শোক আপ্লুত বদনে তার সামনে আবির্ভূত হলেন এবং তাকে বললেন, "আমার যন্ত্রণাভোগের সময় আমি দেহে ও মনে যতটা যন্ত্রণা ভোগ করেছিলাম, এখন স্বর্গ ও পৃথিবী থেকে পরিত্যক্ত হয়ে এবং মানুষের পাপভারে ভারাক্রান্ত হয়ে তার চেয়ে অনেক বেশি মর্মবেদনা অনুভব করছি। যিশু উনিশটি কাঁটা বিদ্ধ অবস্থায় সাধ্বী মার্গারেটকে দর্শন দিয়ে বললেন, "দেখ একজন পাপীর মহাপাপের ফল এই কাঁটাগুলো তুমি এই সমস্ত কাঁটা তুলে ফেলে আমার যন্ত্রণার উপশম করো।" মার্গারেট কম্পিত কণ্ঠে উত্তর দেন, "হ্যাঁ প্রভু, কাঁটাগুলি তুলে ফেলতে আমি উচ্ছুক কিন্তু কি করে ওগুলি তোলা যায় তা তো আমি জানি না।" উত্তরে যিশু বললেন,"এক একটি পুণ্য কাজ করলেই একটি কাঁটা উঠে যাবে।"

যিশুর কষ্টের কথা: সাধু পলকে যিশু দর্শন দিয়ে বলেছেন, "সৌল, সৌল কেন আমাকে নির্যাতন করছো?" *(শিষ্য চরিত ৯:৪)* সাধ্বী বৃজেটকে যিশু দর্শনদানে বলেছেন, "তোমরা আমাকে ৫৮৫ বার কষ্ট দিয়েছো।"

যিশুর অঙ্গীকার: যারা তাঁর পবিত্র হৃদয়ের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি নিবেদন করবে–

ক) প্রভুর আশীর্বাদ দানে তৃপ্ত করবেন।
খ) তাদের জীবনের প্রয়োজনীয় ঐশকৃপা দান করবেন।
গ) তিনি তাদের পরিবারে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন।
ঘ) তাদের শোকে দুঃখে সান্ত্বনা দিবেন।
ঙ) মৃত্যুকালে তাদের সহায় ও আশ্রয় হবেন।
চ) গৃহ আশীর্বাদ করবেন।
ছ) ক্রমান্বয়ে ৯ মাস, প্রতি মাসের প্রথম শুক্রবারে খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করলে মৃত্যুকালে তিনি তাদের আপন আপন পাপের অনুতাপ করার সুযোগ দান করবেন।
জ) তার হৃদয়, তার ক্রুশ ও ভালবাসা লাভ করতে পারবে।

যিশু তার পবিত্র হৃদয় আমাদের দান করতে চান:

১) আমরা যেন প্রলোভনের সময় নিরাপদ আশ্রয় লাভ করতে পারি।
২) ক্লান্তি ও অবসাদের সময় আমরা যেন সেখানে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারি।
৩) আমাদের পাপ-তাপ সবই যেন তাঁর হৃদয়ের প্রেমানলে দগ্ধ হয়ে যায় এবং আমাদের অন্তরে যেন ঈশ্বর ও প্রতিবেশির প্রতি প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে।
৪) শ্বাশত জ্ঞানের আধার হিসেবে তিনি যেন আমাদের সন্দেহকাতর মনে ও অজ্ঞ চিত্তে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে দেন।
৫) শক্তির উৎস হিসেবে তিনি যেন আমাদেরকে বিপদে আপদে রক্ষা করেন।
৬) অফুরন্ত দয়া ও ক্ষমার আধার হিসেবে তিনি আমাদের দয়া ও ক্ষমা প্রদর্শন করতে অনুপ্রাণিত করেন।
৭) আমাদের দুঃখে শোকে তিনি শান্তি ও আনন্দের নীড় হয়ে ওঠেন।
৮) আমাদের দুঃখে তিনি যেন সান্ত্বনা, হতাশায় যেন আশার আলো হয়ে ওঠেন।
৯) মৃত্যুর সময়ে তিনি যেন আমাদের নিরাপদ আশ্রয় স্থল হয়ে ওঠেন।
১০) যিশুখ্রিস্টের পরম পবিত্র হৃদয়ই জগতের সমস্ত পুণ্যের ধারক, বাহক ও নিয়ামক, করুণার সাগর, বিশ্বপ্রেমে স্বর্গীয় ধারা আমাদের জীবন ও পুনরুত্থান, আমাদের শান্তি ও সংহতির উৎস, খ্রিস্টবিশ্বাসী পরলোকগত আশাস্থল, সাধু-সাধ্বীগণের আনন্দ নিকেতন।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে: ইতালীর কোমো শহরে এক ধর্মিষ্ঠা সিস্টার পরলোগমন করেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ বিষয়গুলো পাঠ করলে মনে হয় তা খ্রিস্টেরই উক্তি-

- তুমি যদি আমার মনে আনন্দ দান করতে চাও, তবে আমার প্রেমে বিশ্বাস স্থাপন কর।

◆ যদি তুমি আমাকে আরো বেশী আনন্দ দিতে চাও, তবে আরো বেশী পরিমানে বিশ্বাস কর।

প্রায় ৩৫ বছর পূর্বে ধর্মপ্রাণ ফাদার ফন পেটেগেম খ্রিস্টযাগে যিশু হৃদয়ের বিষয় ব্যাখ্যা ও উপদেশ দিতেন। একদিন একটি চিঠি পেলেন হতাশাগ্রস্থ, পাপে কালিমালিপ্ত আশাহত, ধর্মীয় ব্যাপারে ঘৃণা আর অবজ্ঞায় ভরা ছিল। চিঠিটি একটি যুবকের। তার বিশ্বাস হয়নি যিশু হৃদয়ের উপরে কেউ এত সুন্দর উপদেশ দিতে পারেন।

সে যুবকটি এই উপদেশ শুনে হতাশার মেঘ কাটিয়ে বলতে বাধ্য হয়েছে "পরম পবিত্র যিশু হৃদয়, তোমাতেই আমি ভরসা স্থাপন করি।"

ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজা: ক্ষুদ্র পুষ্প - ছোট ফুল। যিশুর ক্রুশ ফুল দিয়ে মোড়ানো। কতটি ফুলের সমাহার গণণা করা হয়নি বা কঠিন। তবে এই ফুলগুলো অতি সুগন্ধি ও শোভাবর্ধন করে এটাই সত্য। ফুলগুলো সাধ্বী তেরেজার ত্যাগস্বীকার, পুণ্য কাজ, সেবারই প্রতীক। প্রথম খ্রিস্ট-প্রসাদ গ্রহণ করার পূর্ব হতে ছোট ছোট ত্যগস্বীকার করে এক একটি ফুলের সঙ্গে তা একটি মালাকৃতি কল্পনা যিশুকে উপহার প্রদানে প্রস্তুত করেছেন। সবচেয়ে নিচে এবং মাঝখানে বড় ফুলটি বেশী শোভা বর্ধন করছে এবং যিশু হৃদয়ে উপযুক্ত স্থানে বসাতে তেরেজার এ প্রচেষ্টা। বিভিন্ন সুগন্ধি ফুলের বৈশিষ্ট্য আবার তাঁর গুণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে জীবনী ডায়েরীতে একটি আত্মজীবনী নামক বইটিতে অজানা অনেক তথ্য /তত্ত্ব লিপি বদ্ধ করা হয়েছে।

মাদার তেরেজা: যিশু হৃদয়ের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনার্থে এভাবে তুলে ধরেছেন

We do it for Jesus, with Jesus, To Jesus, by Jesus.

"The fruit of silence is prayer,
The fruit of prayer is faith,
The fruit of faith is love,
The fruit of love is service,
The fruit of service is peace."

অহংকার: যিশু হৃদয়ের ভালবাসা হতে বঞ্চিত হওয়ার সবচেয়ে বড় বাধা অহংকার।

রবি ঠাকুরের গানের উল্লেখ করা হয়েছে

"আমার মাথা নত করে দাও হে
তোমার চরণ ধূলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।।"

মহাত্মা গান্ধী বলেছেন: আমি খ্রিস্টধর্মকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু খ্রিস্টানদের ঘৃণা করি।

কাজী নজরুল ইসলাম: "হে দারিদ্র তুমি মোরে করেছ মহান, দানিয়েছ খ্রিস্টের সম্মান কন্টক মুকুট শোভা।"

যিশুর নম্রতা: যে নিজেকে অবনত করে তাকে উন্নত করা যাবে। যিশু নিজের প্রশংসা কখনো কামনা করেননি বলে অলৌকিক কাজ বা সুস্থতাকারীদের নিরাময়ের পর তাদের বারণ করেন যে, একথা যেন কাউকে না বলে।

যিশুর শিক্ষা দানের মধ্যে নম্রতা:

১) "তোমাদের মধ্যে যে কেহ প্রধান হতে চায়, সে তোমাদের দাস হবে *(মথি: ২০:২৭)*।
২) ধন্য তারা আত্মাতে দীনহীন কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই *(মথি: ৫:৮)*, ধন্য যারা মৃদুশীল, কারণ তারা দেশের অধিকারী হবে।
৩) আমার কাছে শিক্ষা গ্রহণ কর, কেননা আমি মৃদুশীল ও নম্রচিত্ত তাতে তোমরা আপন প্রাণের জন্য আরাম পাবে।
৪) যে কেহ আপনাকে এই শিশুর মত নত করে, সে-ই স্বর্গরাজ্যের শ্রেষ্ঠ।
৫) কেননা, যে কেহ আপনাকে উন্নীত করে, তাকে নত করা যাবে। আর যে কেহ আপনাকে নত করে তাকে উন্নীত করা যাবে।
৬) "আমি প্রভু ও গুরু হয়ে যখন তোমাদের পা ধুইয়ে দিলাম, তখন তোমাদেরও পরস্পর পা ধোওয়ানো উচিত।

দৈনন্দিন জীবনের নম্রতা: "যদি কেহ বলে আমি ঈশ্বরকে ভালবাসি, আর আপন ভাইকে ঘৃণা করে সে মিথ্যাবাদী। কেননা যাকে দেখেছি, আপনার সেই ভাইকে যে ভালবাসে নাই, সে ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারে না *(১ যোহন: ৪:২০)*।

◆ পরস্পরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন
◆ নিজেকে বুদ্ধিচাতুর্যে জ্ঞানী হয়ো না
◆ ভালবাসা অহংকার করে না, স্ফীত হয় না, স্বার্থ চিন্তা করে না, রাগিয়ে ওঠে না।
◆ ভালবাসা দ্বারা একে অপরের দাস হও, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষার দ্বারা ও উত্তেজনার দ্বারা বৃথা বাহ্য আড়ম্বরের দাসত্ব কর না।
◆ অতএব নিরীহ ও নতভাবে দীর্ঘ সহিষ্ণুতার সহিত একে অপরের ভার বহন পূর্বক ভালবাসায় অবস্থান কর।
◆ দলাদলি ও বাহ্য আড়ম্বরের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে মনের নম্রতায় প্রত্যেককে অধিক সম্মান প্রদর্শনপূর্বক আচরণ কর। অতএব তোমরা করুণার চিত্ত, মধুর ভাব, নম্রতা, মৃদুতা ও সহিষ্ণুতা পরিধান করা পরস্পর সহনশীল হও এবং যদি কারো দোষ দিবার কারণ থাকে, তবে পরস্পর ক্ষমা কর; প্রভু তোমাদের যেমন ক্ষমা করেছেন তোমরাও তেমনই কর।

যিশু হৃদয়ের ছত্র ছায়ায়
বারংবার একথাটি বলতে হয়
"আমার, সকল চাওয়া সফল হল
সকল পাওয়ার গানে।
সব হারিয়েও পূর্ণ হৃদয়
তোমার অসীম দানে।।"

যিশু বলেছেন" "আমি সর্বদা তোমাদের সঙ্গে আছি" *(মথি: ২৮:২০)* ॥

কৃতজ্ঞা স্বীকার:
THE WORLD ON FIRE
THE HEART OF JESUS
By P. Wenisch, S.J.

তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর প্রতিপালক দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের পার্বণে সবাইকে আমন্ত্রণ

সুধী,

অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী **১** জুলাই, ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ, রোজ শুক্রবার তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর প্রতি পালক দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের পর্ব মহাসমারোহে পালিত হবে। এই পর্বে পর্ব কর্তার শুভেচ্ছা দান ৫০০ (পাঁচশত টাকা) মাত্র। এই পর্বীয় উৎসবে অংশগ্রহণ করতে এবং পর্বীয় আশীর্বাদ গ্রহণ করতে আপনারা সবাই সাদরে আমন্ত্রিত।

শুভেচ্ছান্তে,
ফাদার আলবিন গমেজ,
পাল-পুরোহিত
তুমিলিয়া ধর্মপল্লী, কালিগঞ্জ

পর্বের নভেনার খ্রিস্টযাগ	পর্বদিনের খ্রিস্টযাগ
নভেনা: ২২-৩০ জুন, ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ	**১ জুলাই, শুক্রবার, ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ**
সকাল: ৬:১৫মিনিটে	**১ম খ্রিস্টযাগ:** সকাল ৬:১৫ মিনিটে
বিকাল: ৪:৩০ মিনিট	**২য় খ্রিস্টযাগ:** সকাল ৯:০০টা

[বি:দ্র:]- স্থানীয় পাল-পুরোহিতের মাধ্যমেও আপনারা পর্বকর্তা ও খ্রিস্টযাগের শুভেচ্ছা দান দিতে পারবেন।

বিজ্ঞ/১৮০/২২

যিশুর পুণ্য দেহ ও রক্ত আমাদের পরম পাথেয়

ফাদার তুষার জেভিয়ার কস্তা

যিশুখ্রিস্টের মধ্যদিয়ে ঈশ্বর ও মানুষের সঙ্গে এক নতুন ও শাশ্বত সন্ধি স্থাপিত হয়েছে। আমাদের মুক্তিদাতা যিশুখ্রিস্ট হলেন নব সন্ধির মহাযাজক। তাঁর রক্ত আমাদের সমস্ত পাপের কালিমা ধৌত করে নব জীবন দান করেছে। তাঁর মাধ্যমে প্রাক্তন সন্ধি পূর্ণতা পেয়েছে। শেষ ভোজে বসে তিনি নিজের দেহ ও রক্ত আমাদের খাদ্য ও পানীয়রূপে দান করেছেন। যিশু তাঁর জীবন, পিতার কাছ থেকে পাওয়া শ্রেষ্ঠ উপহার আমাদের মুক্তির জন্য উৎসর্গ করেছেন। নিস্তার ভোজে যিশু আপন দেহ ও রক্ত মানুষের পাপ মোচনের জন্য দান করেছেন। তাই খ্রিস্টের পুণ্যতম দেহ ও রক্তের এই মহাপর্বোৎসবটি আমাদের মহা আরাধ্য সংস্কার খ্রিস্টপ্রসাদ ও খ্রিস্টদেহরূপ মণ্ডলীর পর্বদিন।

যিশু বলেছেন, "আমিই সেই জীবনময় রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে, কেউ যদি এই রুটি খায়, তাহলে সে অনন্তকাল বেঁচেই থাকবে, এই রুটি হল আমার নিজেরই মাংস।" যিশুর দেহ ও রক্তের মহাপর্ব সপ্তম শতাব্দীতে বেলজিয়ামে প্রথম পালন করা হয়েছিল। এরপর পোপ ৬ষ্ঠ উর্বাণ এই পর্বটি সমগ্র কাথলিক মণ্ডলীতে পালন করার নির্দেশ দেন। তখন থেকেই এই পর্বটি সমগ্র বিশ্বে পালিত হচ্ছে। যিশু আমাদের প্রত্যেককে আহ্বান করেন তাঁর দেহ ও রক্ত গ্রহণ ও পান করতে। তাঁকে গ্রহণ করলে আমাদের দেহ হবে খ্রিস্টের দেহ। আর আমাদের একতার উৎস হবে স্বয়ং যিশুখ্রিস্ট।

প্রভু যিশুর পুণ্য দেহ রক্ত আমাদের জীবনের জন্য কি অর্থ বহন করে? খ্রিস্টযাগে যিশুর দেহ গ্রহণ করার মধ্যদিয়ে আমরা কি হয়ে উঠি? পুণ্য দেহ রক্তের প্রতি আমাদের ভক্তি-বিশ্বাস কতটুকু গভীর? সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে ইউরোপে একজন যাজক ছিলেন। তিনি সাক্রামেন্তীয় কাজগুলো করতেন ঠিকই তবে তার মনে সন্দেহ এবং অবিশ্বাস দানা বাঁধল। তার কেবল মনে হতে লাগল খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করার সময় রুটি ও দ্রাক্ষারস খ্রিস্টের দেহ ও রক্তে রূপান্তরিত হয় না। তাই ঈশ্বর তার মনের অবিশ্বাসকে দূর করার জন্য এক আশ্চর্য কাজ ঘটালেন। প্রতিদিনের ন্যায় সেদিনও তিনি খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করছিলেন। যখন তিনি রুটি হাতে নিয়ে উঁচুতে তুলে ধরে প্রার্থনা করছিলেন তখন সেই রুটি থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে রক্ত বেদীতে রাখা কর্পোরালের উপর ঝরে পড়তে লাগল। তা দেখে সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা বেদীর উপর উপুড় হয়ে পড়ল এবং তিনি মারা গেলেন। তার রক্ত খ্রিস্টের রক্তের সাথে মিশে একাকার হয়ে গেল। সতেরো শতাব্দীতে সেই রক্ত বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হল। পরীক্ষা করে দেখা গেল সেই ঝরে পড়া রক্ত খ্রিস্টের-ই রক্ত অন্য কোন কিছু নয়।

যিশুর দেহ ও রক্ত মুক্তিদায়ী: মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন "বর্তমান যুগে ঈশ্বর যদি দেহধারণ করতে চান, তবে তাঁকে মানুষের খাদ্যরূপে দেহধারণ করতে হবে"। মঙ্গলসামাচারে আমরা দেখি- যিশু বলেছেন মানুষ শুধু রুটি খেয়ে বাঁচে না বরং ঈশ্বরের শ্রীমুখে উচ্চারিত প্রতিটি বাণীকে সম্বল করেই মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়। আমি তোমাদের বলছি কী খেয়ে প্রাণ বাঁচাবে বা কী পড়ে শরীরটা ঢেকে রাখবে তা নিয়ে বেশী চিন্তিত হয়ো না খাবারের চেয়ে প্রাণটা কি বেশী মূল্যবান নয়, জামাকাপড়ের চেয়ে শরীরটা কি বেশী মূল্যবান নয়। সত্যিই পৃথিবীতে এতো কিছু থাকা সত্বেও খাদ্যকে কেন বেশী প্রাধান্য দেয়া হয়েছে? মঙ্গলসমাচারের বিভিন্ন ঘটনা আমরা জানি, যিশু ৫ হাজার, ৩ হাজার মানুষকে খেতে দিয়েছেন। যিশু হলেন অন্নদাতা, জীবনদাতা। আর শেষে তিনি নিজের দেহ ও রক্ত আধ্যাত্মিকভাবে খাদ্যরূপে দান করলেন। যে খাদ্য আব্রাহামের, ইসায়াকের, যাকোবের লোকেরা খেয়ে মারা গেছে কিন্তু এখন আমরা যারা খ্রিস্টের দেহ ও রক্ত গ্রহণ করছি আমাদের আর আত্মার মৃত্যু হবে না। অর্থাৎ খ্রিস্টের দেহ ও রক্ত আমাদের আত্মাকে অনন্তকাল বাঁচিয়ে রাখবে।

খ্রিস্টের আত্মদান মানুষের সার্বিক মুক্তি: শেষ ভোজে বসে যিশু তাঁর শিষ্যদের পা ধুয়ে দেন এরপরে রুটি ও দ্রাক্ষারস আশীর্বাদ করে তাঁর নিজের দেহ ও রক্ত হিসেবে শিষ্যদের খেতে দিলেন যাতে জগতে সকলে যেন মুক্তি লাভ করতে পারে। শেষভোজে বসে আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টযাগ ও খ্রিস্টপ্রসাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন এটাই মণ্ডলীতে সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দযজ্ঞ অনুষ্ঠান। পুণ্য বৃহস্পতিবারে শেষ ভোজের পর তাঁর জীবনে নেমে আসে নির্মম, নিষ্ঠুর নির্যাতন। ঈশ্বর হয়ে তিনি সেটা জানতেন। কেননা তাঁরই শিষ্য যে কিনা একই বাটিতে হাত ডুবিয়ে খাচ্ছে সেই তো তাঁকে শত্রুদের হাতে তুলে দিবে। তিনি সব কিছু জেনেও কাউকে দোষারোপ করেননি। কারও প্রতি তাঁর কোন অভিযোগ ছিল না। মানব জাতির মুক্তির জন্য কত ঘৃণ্য-জঘণ্যভাবে ক্রুশে লজ্জাজনক মৃত্যু বরণ করলেন। আমাদের আশে পাশে কত মানুষ বিশ্বাসঘাতকতা করছে, অন্যায্যতা, অনৈতিকতা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবাহিত, কত মানুষ অর্ধাহারে অনাহারে আছে, সবলের দ্বারা দুর্বলের উপর অত্যাচার ও শোষণ নিপীড়নের শিকার হয়ে দুঃখ-কষ্টে কত মানুষ মারা যাচ্ছে! খ্রিস্টের আত্মদান আমাদের কি চেতনা দান করে? আমাদের মুক্তির জন্য খ্রিস্ট জীবন উৎসর্গ করলেন আর আমরা কিছু সেই সমস্ত মানুষদের মুক্তির জন্য কি করতে পারি?

খ্রিস্টযাগ ও জীবন: প্রতিদিনের খ্রিস্টযাগ থেকে আমরা নতুন জীবন পাই। প্রতিদিন আমরা খ্রিস্টকে নতুন করে গ্রহণ করি। কিন্তু খ্রিস্টের দেহ ও রক্ত গ্রহণ করে অভাবী ভাই মানুষের দুঃখ কষ্টের প্রতি যদি কোন দৃষ্টি না দেই তাহলে আমরা নিজেরাও মুক্তি পাই না আর অন্যেরাও মুক্ত হয় না। সাধু পল করিন্থীয়বাসীদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ দলাদলি, অশান্তি বিভেদ দেখে সতর্কবাণী হিসেবে বলছেন, "আপনারা খ্রিস্টান হয়ে একই পানপাত্র থেকে রক্ত পান করছেন একই রুটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে তা গ্রহণ করে তাঁর দেহের অংশী হয়ে উঠেছেন, একদেহ হয়ে উঠেছেন। তাহলে তো সেখানে আর কোন বিভেদ, দল থাকার বিষয়ে প্রশ্নই আসে না। কারণ আমরা সবাই খ্রিস্টেতে এক দেহ।" কিন্তু সত্যি কি আমরা এক দেহ হতে পারছি? খ্রিস্টযাগ কি আমাদের জীবনে কোন পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারছে?

মণ্ডলীতে আমাদের অত্যন্ত সুন্দর সুযোগ রয়েছে প্রতিদিন বা সপ্তাহের খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করে, খ্রিস্টকে অন্তরে গ্রহণ করে, তাঁর নামে আরাধনা করতে ও তাঁর সান্নিধ্যে থাকতে। মঙ্গলময় ঈশ্বর সব কিছুর ব্যবস্থা রেখেছেন মানুষের জন্য। তবে মানুষকে সর্বপ্রথম উদ্যোগ নিতে হবে। আত্মার যত্ন নিজেকেই নিতে হয়। অন্যের ভাল কাজ আমার জীবনে কোন মঙ্গল বয়ে আনবে না কিংবা অন্যের ভাল কাজের জন্য আমি স্বর্গে স্থান পাব না। আত্মার মঙ্গলের জন্য নিজেকেই ভাল কাজ, সদ্ চিন্তা, সদ্ পরামর্শ ও সঠিক জীবন যাপন করতে হবে। তাহলে আমাদের প্রতিটি পরিবার হয়ে উঠবে পবিত্র, আদর্শ, শান্তির, সহভাগিতার, একতার, ভালবাসার, মিলনের পরিবার। আসুন আমরা খ্রিস্টকে গ্রহণ করি এবং খ্রিস্টেতে নতুন মানুষ হয়ে উঠি।

যিশুর হৃদয় বিকীর্যমান

ফাদার যোসেফ মুরমু

মাতামণ্ডলী জুন মাসকে "যিশু হৃদয়"-এর নিকট উৎসর্গ করেছেন। মণ্ডলীর ইচ্ছা ভক্তবিশ্বাসীদের জীবনে যিশু হৃদয়ের যে আশ্চর্যকর্ম সাধিত হচ্ছে, সেটি যেন গোটা বছর ধ্যান-প্রার্থনা-আরাধনায় উপাসনায় উদ্‌যাপন করে। বিশেষভাবে যে ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলো (ধর্মপল্লী ও অন্যান্য) যিশু হৃদয়ের নিকট নিবেদিত, এ দায়িত্ব তারা উপাসনিক ক্রিয়া হাতে নিয়ে পালন করলে যিশু হৃদয়ের আশ্চর্যকর্ম খ্রিস্টীয় জীবনযাত্রায় প্রতিফলিত হবে। যিশু হৃদয়ের প্রতি ভক্তগণের ভক্তি-শ্রদ্ধা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকবে। যিশুর হৃদয়ে ভক্তের আত্মিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে।

যিশুর পবিত্র হৃদয়, ভক্তের আত্মিক পুণ্যতা আনয়নে উন্মুক্ত ও নিবেদিত। এ হৃদয়ে কোন জাতি-বংশ, ভাষা-কৃষ্টি, ধনী-দরিদ্র, বঞ্চিত-বিত্তশালী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ছিন্নমূল, তৃণমূল ইত্যাদি লোকদের তথা প্রতিটি ভক্তের জন্যে সমান সমান মর্যাদা নিশ্চিত করা হয়েছে। এক কথায় বলা যায়, যিশুর হৃদয়ে ভাগবাটোয়ারা বিষয়টা অনুপস্থিত। তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন যখন মাঠে-ঘাটে মানুষের সমাবেশে ঐশবাণী প্রচার, নিরাময় সম্পাদনের সময়। এ সময় কারোর প্রতি হৃদয়ের বৈষম্য দেখাননি। অন্যদের পাশাপাশি শিষ্যদেরও শিক্ষা দিয়েছেন পরস্পরকে ও অন্যদের হৃদয় দিয়ে ভালবাসতে, গ্রহণ করতে। ঐশবাণী প্রচারের সময়ই প্রত্যাশী যে কেউ মানুষ যিশুর কাছে এসেছে, তাদের হৃদয়ের কৃপা দিয়েছে। তখনকার মত এখনো যিশু ভক্তমানুষকে আত্মিক নিরাময়ে হৃদয়ের ঐশ কৃপা পাচ্ছে। এ হৃদয় যেন নদীর স্রোতের মতো স্বতন্ত্র ও প্রবাহমান।

চিত্রকরগণ যিশুর ছবি বা মূর্তির বুকের মধ্যিখানে হৃদপিণ্ডের আদলে হৃদয় চিত্রায়িত করেছেন। চিত্রায়নটি চমৎকার, জীবন্তও বটে। চিত্রায়িত ঐ হৃদয়, চোখা কাঁটার মুকুটে শৃংখলিত। সেথা হতে প্রাণময় আলো বিকীর্যমান। চিত্রিত হৃদয় বিশ্লেষণ আখ্যায়িত করে, এটি বিধর্মীদের নিষ্ঠুর মরণকামড়, দেহ সমেতহৃদয় ভেঙ্গে দেয়ার ষড়যন্ত্র, কিন্তু বিধর্মীদের দুষ্কর্ম বিফল হয়েছে। কালভেরী পর্বতে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর কণ্ঠশ্রবণে উপস্থিত মানুষ বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে, নষ্ট মানুষের নিষ্ঠুর অপকর্ম ব্যর্থ, কারণ যিশুর হৃদয় দ্বিখণ্ডিত হয়নি, নিঃশেষও হয়নি। প্রকারান্তরে যিশু সেই হৃদয়কে সর্বশ্রেণির জনগণকে নিবেদন করে দিয়েছেন। যিশুর মৃত্যুক্ষণে শত্রুপক্ষরা ক্রুশকাষ্ঠে ঝুলন্ত যিশুর হৃদয়ের প্রেম দেখতে পেয়েছে, তারা (দুষ্টুরা) পরিত্রাণের পথনির্দেশ পেয়েছে। এও বুঝতে পেরেছে, যিশু শত্রুদের ঈশ্বর সন্তানের মর্যাদা দিয়েছে। এটিই সত্যি যে, যিশুর হৃদয়ের শক্তিরগুণ পাওয়া যোগ্য-অযোগ্য চরিত্র বিবেচ্য নয়, বিবেচ্য বিষয় হল, যিশুর হৃদয়ের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা, ভক্তি-বিশ্বাস ও মানবিক অনুসূচনা।

ঐশবাণী প্রচারকাল সূচনা করা থেকে, যাতনাভোগ, স্বর্গারোহন,পুনরুত্থান এবং পরবর্তি সময়, ভক্তমানুষ যিশুর হৃদয়ের ভালবাসা ও স্বর্গ সুখের স্বাদ নিতে আকাঙ্ক্ষিত। যিশুর হৃদয়ে জড়িয়ে থাকতে ভক্তমানুষ আরাধনায় মুগ্ধ হয়ে মানত জানাতে, ও আত্মার যত্ন পেতে গির্জায় সর্বাঙ্গ নিবেদন করে মগ্ন মনে গোপনে বাসনা তুলে ধরে। এভাবেই ভক্তমানুষ যিশুর হৃদয়ের পুণ্য আলোকছটা, নিজের অসঙ্গত জীবন যাপনের দুষ্টুমি নিরাময়তা লাভে চেতনা জাগিয়ে নিয়ে, জীবনযাত্রা যিশুর হৃদয় দ্বারা পরিচালিত করতে উন্মুখ, প্রার্থনা-পূজা-অর্চনায় জাগ্রত। যিশু ঐশবাণী প্রচারের সময় উপস্থিত শ্রোতাদের আধ্যাত্মিক ব্যক্তি হওয়ার উপদেশ-শিক্ষা দিয়েছিলেন। অলক্ষ্যে বিদ্যমান যিশু, বর্তমান খ্রিস্টপ্রজাদের যিশুর হৃদয় অনুভব-অনুভূতি দেয় যে, পরিত্রাণ লাভের জন্যে আত্মসম্পর্ক বৃদ্ধি করে সততার পথে চলতে নিবিড় মনে প্রাণবন্ত হোক। ভক্তমানুষ জীবিতকালে পুণ্য হৃদয়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে, সর্বদাই স্বর্গীয়পিতার সাহচার্য নিতে জাগ্রত থাকুক, ঈশ্বরের পুত্রসন্তান হয়ে থাকুক।

ইহুদী সমাজগৃহে, মন্দিরে, মাঠে-ময়দানে যিশু, হৃদয়ের উদারতায় প্রত্যাশী উপস্থিতজনকে শারীরিক সুস্থতা দান করেছেন, দুঃখী-পীড়িতদের সামাজিক মর্যাদা দিয়েছেন, বহু শ্রোতামানুষের ক্ষুধা মিটিয়েছেন এবং ঐশবাণীতে আস্থাশীল থাকার উপদেশ ও পরামর্শ দিয়েছেন। ইহুদী সমাজ নেতা, বিধান পণ্ডিত ও বিছিন্ন মতাদর্শিদের উদ্ভট প্রশ্নের জবাব হৃদয়ের কোমলতায় বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, **'তিনি খুবই বিনয়ী, কোমল প্রাণ...'** তিনি কারোর প্রতি বিরাগভাজন নন, বরং সকলের জন্যে তাঁর হৃদয়ের দুয়ার খোলা রেখেছেন। যিশুর হৃদয়ের সেবাকর্ম তথা জীবন রক্ষা করা ইহুদী নেতা-পণ্ডিতেরা গ্রহণ করতে না পেরে, তাকে পাগল, অপদার্থ বলে অপমান করেছেন, তথাপি যিশু তাদের হৃদয়ের উদারতা দেখিয়েছেন, বস্তুত: তারা অপকর্মে সফলে ব্যর্থ হলেও যিশুর হৃদয়ের কোমলতা অস্বীকার করেননি। তাঁর সেবাকর্ম দেখে মগ্ন রয়েছেন।

অন্তিমভোজের অন্তিমক্ষণে যিশু বিনয়ী হয়ে প্রেরিতশিষ্যদের 'পা' ধুয়ে দিয়ে, পাশে বসিয়ে নিজ দেহ-রক্ত সম্বলিত রুটি-দ্রাক্ষারস খেতে দিয়েছেন। যুদা ইস্কারিয়াৎকে সবিনয় সুরে দুষ্কর্ম সম্পন্ন করতে বলেছেন। তাঁর কোমল হৃদয়ের সঙ্গপ্রবাহ গেৎসিমানী উদ্যানে এবং কালভেরীর পথে পথে অন্যের প্রতি অকৃত্রিম বলয়ে প্রকাশিত হয়েছে। গেৎসিমানী উদ্যানে নিষ্ঠুর মানুষের মুখোমুখি হয়েও যাতনাভোগকালের নির্মম যাতনা, নম্র হৃদয়পুটে ধারণ করে শত্রুর প্রতি কোমল হৃদয়ের স্নেহ দেখিয়েছেন। কালভেরীর পাহাড়ে ক্রুশের উপরে মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে তিনি শত্রুদের ক্ষমা দিয়ে পিতাকে অনুরোধ করে বলেছেন, **"পিতা, ওদের ক্ষমা কর! ওরা যে কি করছে, ওরা তা জানে না!** *(লুক ২৩:৩৪)*।" শেষবেলায়, ক্রুশকাষ্ঠে ঝুলন্ত নিস্তেজ দেহের বুক থেকে ঝরে পড়া 'রক্ত-জল', মানুষের জন্যেই নিঃসরণ করেছেন। যিশু অসহনীয় যন্ত্রণাসহ্য করে জগতের মানুষকে হৃদয়ের অফুরন্ত ভালবাসা দিয়েছেন। যিশুর হৃদয়ের কোমলতা ও বিনয়ী-নম্রতা, ভবজনের আত্মিক মঙ্গলে উৎসর্গীকৃত ভালবাসা 'জীবন্ত'।

যিশু, হৃদয়ের উদারতা দিয়ে মানুষকে পাপ-পংকিলতা থেকে উদ্ধার করে নিজের করে নেয়া ছিল তার ঐশব্যক্তিত্বের ভাবাচারণ। তাঁর আধ্যাত্মিকতা ও শুদ্ধপ্রাণ মানুষকে ভাগ করিয়ে দিয়েছেন। যে মানুষ সংসারের ঝুট-ঝামেলা, কষ্ট-দুঃখে বসবাসকালে যিশুর হৃদয়ের কথা ভাবতে সক্ষম, হৃদয়ের আশ্রয় পেতে প্রণত, সেই মানুষ মাত্রই যিশুর হৃদয়ের কোমলতা-নম্রতার সুখ-স্বাদ উপলব্ধি করতে পারে। অধ্যাত্ম ত্যাগ করে সাংসারিক মণ্ডলে মানুষ যেই পরিচয়ে থাকুক, যাই করুক না কেন, যিশুর হৃদয় তার জন্য খোলা। যিশু ভাল বা মন্দ চরিত্রের মানুষকে স্বাগত জানিয়ে হৃদয়ে আসন দান করে, গ্রহণ করে। যিশুর হৃদয়ে তৃপ্তিবোধের ঐশজীবনরস রয়েছে, সেই ঐশরস আস্বাদন করতে শিষ্যদের যেমন আহ্বান করেছিলেন, তেমনি আস্বাদন পেতে মর্ত্যের মানুষকেও আহ্বান করেন। হৃদয়ের কোমলতার স্বরূপ বুঝাতে এই কঠিন বাক্য তিনি বলেছেন, **"...তোমরা কাঁধে তুলে নাও আমারই জোয়াল, আমারই শিষ্য হও তোমরা; কারণ আমি যে কোমল, বিনম্র-হৃদয় আমি। দেখো, পাবে তোমরা প্রাণের আরাম, কেন না জোয়াল আমার সুবহ, বোঝাও আমার লঘুভার!"** *(মথি ১১:২৮-৩০)*। যিশুর এই মর্মবাণী ধারণ করে মানুষ যিশুর হৃদয়ে আশ্রয় নিতেই আহূত। কঠিন ও সত্য পথে চলার এমনই ভার কাঁধে তুলে নিয়ে যিশুর হৃদয়ে আশ্রয় নিতে হবে মানুষকে। এই কঠিন আহ্বানেই মানুষের জন্যে যিশুর হৃদয়ে মিলিত হওয়ার পথ ও পাথেয়। যিশুর হৃদয় বিকীর্যমান আলো॥

যুগে যুগে মা-মারীয়ার দর্শন দান

ফাদার আগষ্টিন প্রলয় ডি'ক্রুশ

কাথলিক মণ্ডলীতে মা-মারীয়ার সম্মান মর্যাদা সর্বজনবিদিত। মা-মারীয়া ঈশ্বরের মা এ নিয়ে আর কোন প্রশ্ন নেই, সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কেননা মণ্ডলীর সর্বোচ্চ স্থান থেকে পোপ মহোদয় তা ঘোষণা দিয়েছেন এবং মাতা মণ্ডলীর সকলে এই স্বীকৃতি সাদরে, আনন্দ চিত্তে গ্রহণ করেছে। কাথলিক বিশ্বাসী ভক্তজনগণের মধ্যে মা-মারীয়ার কাছে প্রার্থনা করে না, তাঁকে ভালবাসে না, সম্মান করেনা; এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবেনা। প্রত্যেক জন কাথলিক ভক্তের কাছে মা-মারীয়া এক অনন্যা ব্যক্তিত্ব, মহীয়সী নারী, তিনি মা। তিনি আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে সাধারণ কাজ কর্মে আমাদের ভক্তি, বিশ্বাসে, সরল প্রার্থনায় উপস্থিত থাকেন। মা-মারীয়া আমাদের কাছে শুধু সেই দুই হাজার বছর আগের কুমারী মাতা কিংবা শুধুমাত্রই যিশুর মা নন। তিনি আমাদের অনেক কাছের, প্রতিদিনের মানুষ, তিনি আমাদের প্রত্যেকের আজকের দিনের মা। তিনি আমাদের কাছে শুধুমাত্র ইতিহাস বা ঐতিহাসিক ব্যক্তি নন। কিন্তু তিনি আমাদের আজকের দিনে অত্যন্ত বাস্তব। তাই সাধু বার্ণার্ড মা-মারীয়ার সম্বন্ধে যথার্থই বলেছেন যে "ওগো মারীয়া, তুমি আমার মা-ও, আমার রাণী-ও! তুমি যদি শুধু আমার মা হতে, আমি বলতাম, তুমি আমাকে ভালবাস বটে, কিন্তু আমার জন্য তুমি কতটুকুই বা করতে পার? আর তুমি যদি শুধু আমার রাণী হতে, আমি বলতাম, শক্তিশালিনী তুমি, নিশ্চয় অনেক কিছু করতে পার, কিন্তু কতটুকুই বা আমাকে ভালবাস? কিন্তু তুমি আমার মা-ও, আমার রাণী-ও, তাই আমি একান্ত ভরসার সঙ্গে বলতে পারি, ওগো তুমি আমাকে ভালবেসেই আমার জন্য কতনা কিছু করবে।"

আমাদের মুক্তির ইতিহাসে মারীয়ার অসামান্য অবদানের কথা বলতে গিয়ে সাধু যোহন দামাসীন মা-মারীয়ার জন্মদিনকে কেন্দ্র করে তাঁর ধ্যানময় উপদেশে অতীব সুন্দর করে বলেছেন- "যেমন সূর্যোদয়ের আগে উষা সমস্ত আকাশ রঙ্গিণ ক'রে তোলে, তেমনি মানব মুক্তি-দিবাকরের উদয়ের আগে, নির্মলা কুমারী মারীয়ার জন্ম যেন মানব-ভাগ্যাকাশে মুক্তির প্রথম কিরণ"

মা-মারীয়া প্রতিনিয়ত তার ভক্তের প্রার্থনা শুনেন, গ্রহণ করেন এবং তা পূরণও করেন। যেভাবে তিনি শিশু যিশুকে লালন পালন করেছিলেন, প্রেরিত শিষ্যদের উৎসাহিত করেছেন, সাহস যুগিয়েছিলেন। আজও তিনি একইভাবে আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের রক্ষা করেন। এমনকি প্রয়োজনে তিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসে নির্দেশনা দান করেন। তার প্রমাণ পৃথিবীর মানুষ শত শত বার দেখেছে। সেই ছোট বালক-বালিকা থেকে শুরু করে বৃদ্ধ ভক্ত তাঁর দর্শন পেয়ে ধন্য হয়েছে। মা-মারীয়া তাদের কাছে দেখা দিয়ে নিজের পরিচয় ব্যক্ত করেছেন। তিনি যে আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করেন তা তিনি নিজেই বলেছেন।

মা-মারীয়া অনেক বারই স্বশরীরে এসেছেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নানা মানুষকে তিনি দেখা দিয়েছেন। সেই সমস্ত অনেক স্থানই আজ হয়ে উঠেছে বড় বড় তীর্থ স্থান। এইগুলির কোন কোনটা পৃথিবীময় খ্যাত কোনটা আবার অজানাই রয়ে গেছে। কোনটা আবার স্থানীয় মণ্ডলীতে ভক্তদের ভক্তি বিশ্বাসের কেন্দ্র হয়ে আছে। মাতা মণ্ডলী দ্বারা স্বীকৃত দর্শনগুলির মধ্যে নয়টি অন্যতম। এগুলি খুব সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো

গুয়াদালুপের মারীয়াঃ- ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে মেক্সিকোর গুয়াদালুপে মারীয়া দেখা দিয়ে নিজেকে আধ্যাত্মিক মা হিসাবে পরিচয় দেন। একজন মেক্সিকান নাগরিক জোয়ান দিয়েগোকে তিনি দর্শন দান করেন। এই জোয়ান দিয়েগো তার জীবনের শেষ দিকে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর পঞ্চাশ বছর বয়সে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি এক শনিবার সকালে খ্রিস্টযাগে যোগদানের জন্য যাচ্ছিলেন। পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে যাবার সময় তিনি এক মনোমুগ্ধকর সঙ্গীতের আওয়াজ শুনতে পান। আর মুগ্ধতা নিয়ে তাকিয়ে দেখতে পান তার সামনে মেঘের বুকে দাঁড়িয়ে আছেন এক অপরূপ সুন্দরী যুবতী। যুবতীর চেহারা এক আদিবাসী (আজতেক) রাজকুমারীর মত। তিনি জোয়ান দিয়েগোর নিজের ভাষায় কথা বলে উঠলেন। তিনি বলেন, জোয়ান দিয়েগো যেন স্থানীয় ধর্মপালের কাছে যান এবং এই পাহাড়ে একটি গির্জা নির্মাণ করেন। ধর্মপাল জোয়ান দিয়েগো যে সত্য ভাষণ দিচ্ছেন তার প্রমাণ স্বরূপ সেই নারীর কাছ থেকে একটি নিদর্শন চেয়ে নিতে বলেন। এর তিন দিন পরে মা-মারীয়া আবার জোয়ান দিয়েগোকে দর্শন দিয়ে বলেন, তুমি তোমার পায়ের কাছে ছড়িয়ে থাকা গোলাপ ফুলগুলি চাদরে করে ধর্মপালের কাছে নিয়ে যাও। জোয়ান দিয়েগো তাই করলেন এবং তিনি যখন ধর্মপালের সামনে চাদর খুলে গোলাপ ফুলগুলি দেখালেন, তখন ফুলগুলি সব মাটিতে ছড়িয়ে পড়তেই দেখা গেল চাদরের উপরে মা-মারীয়ার ছবি আঁকা আছে, যেমনটি জোয়ান পাহাড়ের উপর দেখেছিলেন। মা-মারীয়া জোয়ানকে দেখা দিয়েছিলেন ৯ ডিসেম্বর আর চিহ্ন দিয়েছেন ১২ ডিসেম্বর। এর অল্প কিছু কালের মধ্যেই নব্বই হাজার আদিবাসী ইন্ডিয়ান খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন।

লুদের রাণী মারীয়াঃ- ১৪ বছরের বালিকা বার্ণাডেট সুবেরিসের নিকট মারীয়া ১৮ বার দর্শন দান করেন। তিনি ত্যাগস্বীকার ও প্রার্থনা করার আহ্বান করেন। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু করে ফ্রান্সের লুর্দ নগরে, খাদ নদীর তীরের একটি পাহাড়ের গুহায় ধন্যা কুমারী মারীয়া পর পর আঠার বার কৃষকবালা বার্ণাডেটকে দেখা দেন। তিনি নিজের পরিচয় দেন অমলোদ্ভবা বলে। তিনি বলেন, "আমি অমলোদ্ভবা"। সেই দিন বার্ণাডেট পাহাড়ের নীচে শুকনা কাঠ কুড়াচ্ছিলেন। তিনি হঠাৎ দেখতে পান, পাহাড়ের গুহায় সাদা পোষাক পড়া এক যুবতী দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি রোজারি মালা জপ করছেন। সেই নারী বার্ণাডেটের সঙ্গে কোন কথা না বলে তাকে রোজারি মালা প্রার্থনা করার ইঙ্গিত দেন। সেই দিনটি ছিল ১১ ফেব্রুয়ারি এবং সে দিন থেকে ১৬ জুলাই পর্যন্ত ১৮ বার মা-মারীয়া বার্ণাডেটকে দেখা দেন। ৬ষ্ঠ ও অষ্টম দর্শনে মা-মারীয়া বার্ণাডেটকে অনুরোধ করেন তিনি যেন পাপীদের মন পরিবর্তনে জন্য প্রার্থনা করেন এবং প্রায়শ্চিত্ত করেন। নবম দর্শনে তিনি বলেন, "ঝর্ণা থেকে জল পান কর"। কিন্তু সত্যিকারভাবে সেখানে কোন ঝর্ণা ছিল না। বার্ণাডেট মাটি খুঁড়লেন এবং সেখান থেকে কিছু জল বেরিয়ে আসল, তিনি তাই পান করলেন। ত্রয়োদশ দর্শনে মা-মারীয়া অনুরোধ করে বলেন, যাজকদের কাছে গিয়ে বল এখানে যেন একটি গির্জিকা নির্মাণ করা হয়, যেন লোকেরা এসে প্রার্থনা করতে পারে। ষোড়শ দর্শনে তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে বলেণ, তিনি "অমলোদ্ভবা কুমারী"।

সেই থেকেই লুর্দ নগরী হয়ে ওঠে ভক্তপ্রাণের তীর্থস্থান। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিশ্বাসীরা ওই গুহার সামনে মা-মারীয়ার চরণে মিলিত হয়ে প্রার্থনা করে আর লাভ করে পাপের ক্ষমা, মনের শান্তি, দেহের আরোগ্য।

ফাতিমা রাণী মারীয়া:- ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগালের ফাতিমা নামে একটি ছোট্ট গ্রামে ১০ বছরের কিশোরী লুসিয়া ডি সান্তোস এবং তার দুই সঙ্গী ৯ বছর বয়সের ফ্রান্সিস এবং ৭ বছরের জাসিন্তাকে ৬ বার দেখা দেন। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মে এই তিন বালক-বালিকা যখন খেলা করছিল তখন হঠাৎ পরিস্কার আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়। তারা ভয় পেয়ে আকাশের দিকে তাকায় আর দেখতে পায় একটা ওক গাছের ওপরে উজ্জ্বল মেঘের মধ্যে সূর্যের চেয়ে দীপ্তিময়ী একজন নারী দাঁড়িয়ে আছেন। নারী তাদের অভয় দিয়ে বলেন, "তোমরা ভয় পেয়ো না। তোমরা পর পর পাঁচ মাস একই তেরো তারিখে এখানে আসবে। আমি কে আর কী চাই, তোমাদের বলব।" পরে তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "ঈশ্বর তাদের যদি কোন কষ্ট দেয়, তারা কি মানুষের অসংখ্য পাপের প্রতিবিধানের জন্য তা বরণ করতে প্রস্তুত কিনা?" শেষে তিনি অনুরোধ করলেন, পৃথিবীতে যাতে শান্তি ফিরে আসে এবং পাপীরা যেন মন পরিবর্তন করে, সেই কামনায় তারা যেন প্রতিদিন রোজারিমালা জপ করে। ১৩ অক্টোবর, সত্তর হাজার লোকের উপস্থিতিতে মা-মারীয়া সেখানে শেষ বারের মত দেখা দিলেন। তিনি তখন এই শিশুদের উদ্দেশে বললেন "আমি জপমালার বন্দিত রাণী।"

মারীয়ার আশ্চর্য মেডেল: ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের প্যারিস নগরে রো ডু বেচ কনভেন্টে মা-মারীয়া সাধ্বী ক্যাথেরীনার নিকট দেখা দেন। সাধ্বী ক্যাথেরিনা বলেন যে, এক রাত্রিতে কনভেন্টের চ্যাপিলে তিনি যখন প্রার্থনা করছিলেন, তখন মা-মারীয়া তাঁকে দেখা দিয়ে একটি মেডেল তৈরী করতে বলেন; এবং তিনি সেই মেডেলের একটি নকশা তাঁকে দেন। তিনি আরো বলেন যে, যারা এই মেডেল ধারণ করবে তারা মহা কৃপা আশীর্বাদ লাভ করবে। সাধ্বী ক্যাথেরিনের কথা দুই বছর নানা পরীক্ষা নিরিক্ষা করার পর এই মেডেল প্রস্তুত করার অনুমতি দেয়া হয়। এই মেডেলকেই বলা হয় 'মারীয়ার আশ্চর্য মেডেল'; যার এক পাশে মা-মারীয়ার ক্যাথেরিনাকে যেরূপে দেখা দিয়েছিলেন তার প্রতিছবি এবং অন্য পাশে ইরেজী বর্ণ (গ) 'এম' এবং একটি ক্রুশ। যার অর্থ হল মা-মারীয়া যিশুর ক্রুশের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন।

সালিতের মারীয়া:- ফ্রান্সের সালিত নগরে এক পাহাড়ের উপর ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দের মা-মারীয়া দেখা দেন। এক দুপুরে দুইজন রাখাল বালক এগারো বছরের ম্যাক্সিমিন এবং চৌদ্দ বছরের মিলনি কালভেট পাহাড়ের উপর তাদের পশু চড়াচ্ছিল। তখন মা-মারীয়া তাদের দেখা দেন। তিনি তাদের ত্যাগস্বীকার প্রার্থনা করতে বলেন। তিনি আরো বলেন জগতের মানুষ যেন ঈশ্বরবিশ্বাস ও ধর্ম নিয়ে ঠাট্টা না করে।

আশার আলো মা-মারীয়া:– ফ্রান্সের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ছোট শহর পন্টমাইননে মা-মারীয়া দেখা দেন ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে যখন ফ্রান্স ও পারসিয়ার যুদ্ধ চলছিল তখন এই ছোট শহরও যুদ্ধের বিভীষিকায় আতঙ্কগ্রস্ত ছিল। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এক দল শিশু যখন মাঠে খেলা করছিল তখন এই শহরের আকাশে মা-মারীয়ার আবির্ভাব ঘটে। তিনি তিন ঘন্টা ধরে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর দর্শনের সময় তিনি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানে তাঁর পায়ের কাছে একটা ব্যানারের মধ্যে প্রার্থনা করার আহ্বান জানিয়ে কিছু লেখা ফুটে উঠেছিল।

নক-এর রাণী মারীয়া:- আয়ারল্যান্ডের ছোট্ট শহর নক-এর কাউন্ড মাইও। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের ২১ আগস্ট বৃহস্পতিবারের এক ভেজা বিকেলে নক শহরের গির্জায় মা-মারীয়ার নীরব দর্শন দানের ঘটনা ঘটে। এটি অন্যান্য দর্শনের চেয়ে আলাদা। কারণ এই দর্শনে মা-মারীয়ার সঙ্গে আরো ছিল সাধু যোসেফ ও ক্রুশভক্ত সাধু যোহন। ছোট, বড়, মহিলা পুরুষসহ নানা বয়সের প্রায় ১৫জন গ্রামবাসী তিন ঘন্টা ধরে এই আশ্চর্য ঘটনা অবলোকন করেন। তারা দেখতে পায় উজ্জ্বল সাদা গাউন পরিহিত মারীয়া মাথায় স্বর্গের মুকুটে শোভিত হয়ে প্রার্থনার ভঙ্গিতে স্বর্গের দিকে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর ডান পাশে সাদা পোষাকে সাধু যোসেফ এবং বাম পাশে বিশপীয় পোষাক ও টুপিতে সুসজ্জিত সাধু যোহন তাঁর দিকে সম্মানের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন। তাদের পিছনে একটি ছোট বেদীতে একটি মেষশাবক এবং একটি ক্রুশ। স্বর্গ দূতেরা সেখানে আরাধনা করছে।

বিওরিং-এ মারীয়া:- ১৯৩২-১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের শীতকালে মা-মারীয়া তেত্রিশ বার ছোট ছেলেমেয়েদের একটি দলকে দেখা দেন। বেলজিয়ামের বিওরিং গ্রামের একটি কনভেন্টের পাশে থোথন নামে এক ধরনের কাঁটা গাছের উপর তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি এখানে নিজেকে "নিষ্কলঙ্ক কুমারী মা" এবং "ঈশ্বরের মাতা, স্বর্গের রাণী" বলে পরিচয় দেন। তিনি সেখানে উপস্থিত সকলকে পাপীদের মন পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা করার আহ্বান করেন।

বেনিওক্স-এ মারীয়ার দর্শন:- বেলজিয়ামের একটি ছোট্ট গ্রামের নাম বেনিওক্স। এই গ্রামেই মারিটি বেকো নামে এগারো বছরের একটি ছেলেকে মা-মারীয়া দেখা দেন। তাদের বাড়ীর বাইরের একটি জায়গায় মারীয়া মারিটির কাছে দেখা দিয়ে নিজের পরিচয় দেন। তিনি বলেন 'আমি দরিদ্রদের মাতা কুমারী'। তিনি মারিটির কাছে প্রতিজ্ঞা করে বলেন তিনি দরিদ্র, দুঃখী ও অসুস্থতায় যারা কষ্ট পাচ্ছে তাদের জন্য প্রার্থনা করবেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মা-মারীয়া পথে প্রান্তরে, আকাশে, বাগানে বিভিন্ন স্থানে অনেক পাপী তাপী দীন দুঃখী, শিশু কিশোরের নিকট দেয়া দিয়েছেন। যার সব কিছু এখানে তুলে ধরার অবকাশ নেই। তবে মা-মারীয়া সকলের কাছে দেখা দিয়ে একই কথা, একই আহ্বান করেছেন। তা হল তোমরা প্রার্থনা করো। এর মধ্যদিয়ে এটাই প্রমাণিত হয় যে মা-মারীয়া স্বর্গে থেকে সর্বদা আমাদের খেয়াল রাখেন। তিনি তার সন্তানদের কথা চিন্তা করেন এবং তাদের প্রয়োজন পূরণের তাগিদ দেন। তিনি তাদের বিপদ আপদ আচ করে, নানা ভাবে রক্ষা করতে সচেষ্ট হন। এমনকি তিনি নিজে আবির্ভূত হন এবং নির্দেশনা দান করেন। যার প্রমাণ আমরা পেয়ে আসছি যুগ যুগ ধরে। যিনি আমাদের জন্য এত উদ্বিগ্ন, আসুন আমরা সেই মারীয়া আমাদের প্রিয় মায়ের উপর নির্ভর করি। ভক্তি বিশ্বাস বাড়াই এবং তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে অবিরত প্রার্থনা করি॥

বাড়ী ভাড়া

২ টি বেড, ১ টি ডাইনিং ও ১ টি ড্রইংরুম, ২ টি বাথরুম সহ নীচতলা ভাড়া হবে।

ঠিকানা

গমেজ ভিলা

৪৩/ ডি/ ১, ইন্দিরা রোড

০১৯৭০১৩০৪৯৬

বিজ্ঞ/১৮১/২২

দীক্ষাগুরু সাধু যোহন

সজীব সিলভানুস গমেজ সিএসসি

সৃষ্টি সুখের উল্লাসে যখন স্বর্গলোক উচ্ছলিত, ঠিক তখনই মৃত্যুরূপে পাপ, সৃষ্টির প্রথম মানুষ আদম ও হবাকে পতিত করল। তার ফলে স্বর্গলোক হতে বিতারিত হলেও ঈশ্বরের সম্পূর্ণ ভালবাসা হতে মানুষ বঞ্চিত হয়নি। যুগে যুগে কালে কালে বিভিন্ন প্রবক্তার মধ্যদিয়ে ঈশ্বর তাঁর সেরা সৃষ্টিকে ভালবেসে পরিচালনা, সঠিক দিক নির্দেশনা ও পরিত্রাণের পথ দেখিয়েছেন। শেষে তাঁর প্রিয় পুত্রকে মানুষ করে পাঠালেন যেন মানুষ ঈশ্বরের ভালবাসা সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারে। তাঁরই আগমন প্রস্তুতিতে আরেক মহামানব এর জন্ম হয় তিনি হলেন দীক্ষাগুরু যোহন।

গুরু আমরা তাকেই বলি যিনি কোন কিছুর শুরু বা প্রতিষ্ঠা করেন। তেমনি এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম দীক্ষাগুরু সাধু যোহন। যিনি আমাদের কাছে প্রভুর অগ্রদূত হিসেবে পরিচিত। যার আবির্ভাব পুরাতন ও নতুন নিয়মের সন্ধিক্ষণে; তিনি প্রভু যিশুকে দীক্ষাস্নানের মধ্যদিয়ে জগতের কাছে দীক্ষাগুরু হয়ে উঠেছেন।

দীক্ষাগুরু যোহনের বিষয়ে প্রবক্তা ইসাইয়া বলেছিলেন, "দেখ আমি এখন তোমার আগে আমার দূতকে পাঠাচ্ছি; সে প্রস্তুত করে রাখবে তোমার চলার পথ। ওই যে মরুপ্রান্তরে একটি কণ্ঠস্বর ঘোষণা করে চলেছে: তোমরা প্রভুর আসার পথ প্রস্তুত করে রাখ, সোজা সরল করে তোল তাঁর আসার পথ *(মার্ক ১:২-৩)*।"

সাধু যোহনের পিতার নাম জাখারিয় এবং মাতার নাম এলিজাবেথ *(লুক ১:৫)*। তার বাবা ছিলেন একজন ইহুদী পুরোহিত এবং মাতাও ছিলেন ইহুদী পুরোহিত হারোণ বংশের কন্যা। দীক্ষাগুরু যোহনের জীবন যাপন ছিল ত্যাগের জীবনের এক উজ্জ্বল আদর্শ। তার জীবনসাধনা ছিলো ত্যাগ ও কঠোর কৃচ্ছতার। দীক্ষাগুরু যোহনের "পড়নে ছিল উটের লোম দিয়ে তৈরী একটি পোষাক আর চামড়ার একটি কটিবন্ধনী। পঙ্গঁপাল আর বনের মধুই খেতেন তিনি *(মার্ক ১:৬)*।"

তিনি মুক্তিদাতা যিশুখ্রিস্টের আগমনের পথ প্রস্তুত করেন এবং খ্রিস্টকে মানব জাতির নিকট পরিচয় করিয়ে দেন। খ্রিস্ট যে মহান হবেন সেই নির্দেশনা যোহন স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেন, "তিনি কাজে বড় হবেন আর আমি হব ছোট, এ তো হতেই হবে" *(যোহন ৩:৩০)*।

মন পরিবর্তনের এক মহান বার্তা নিয়ে যোহন জর্দান নদীর উভয় তীরে পাপের পথ ছাড়ার চিহ্নস্বরূপ জলে অবগাহন হয়ে নতুন মানুষ হতে আহ্বান করেন। এতে সাধারণ জনতা থেকে শুরু করে কর-আদায়কারী, সৈন্য সবাই পরিত্রাণের আশায় এখন তাদের কি করা উচিত; তা জানতে চেয়ে দীক্ষাগুরু যোহনের কাছে প্রশ্ন করেন। তিনি সামাজিক অধিকার ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের উদার হতে বলেন এবং শিক্ষা দেন "যার দু'টো জামা আছে সে বরং যার জামা নেই তাকেই একটা দিক। তেমনি, যার খাবার আছে সেও তা অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নিক *(লুক ৩:১১)*।"

দীক্ষাগুরু যোহনের মহানুভবতার কথা আমাদের সবারই কম-বেশী জানা আছে। বিশেষ করে আগমনকালে প্রভু যিশুর আগমন উপলক্ষে শাস্ত্রবাণী হতে যখন শুনি মুক্তির বাণী "ঐশ রাজ্য এখন খুব কাছেই" তখন সত্যই অন্তরে উপলব্ধি মুক্তির পথ খুবই সন্নিকটে। আমরাও যেন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সাধু যোহনের ন্যায় অন্যের কাছে মুক্তির বাণী বহন করে নিয়ে যেতে পারি। মানুষের দুঃখ-কষ্টের সময় তাদের কাছে সান্ত্বনার বাণী নিয়ে যেতে পারি।

স্পষ্টবাদী ও সত্য প্রতিষ্ঠায় দীক্ষাগুরু যোহন ছিলেন অনন্য। তিনি রাজা হেরোদকে তার ভাইয়ের স্ত্রীকে ভোগ করার বিষয়ে স্পষ্টভাবে না বলেন এবং নিষেধ করেন। তিনি এ খারাপ কাজ করতে পারেন না। এই সত্য ও স্পষ্টভাষীর জন্য তাকে শিরশ্ছেদ করে হত্যা করা হয়। আমাদের জীবনেও প্রতিনিয়ত এরূপ অপ্রিয় সত্যের সম্মুখীন হতে হয়। আমারা কি সাধু যোহনের মত স্পষ্টভাবে অন্যায়টা ধরিয়ে দিতে পারি?

এই মহান ব্যক্তিটিকে আরো বেশী মহান করেছে তাঁর নম্রতা গুণ। তাঁর সাদাসিধে জীবনযাপন এবং কঠোর তপস্যায় শুধু চেয়েছেন জীবন-স্বামী জগতের পরিত্রাতা যিশুকে যেন মানুষ স-সম্মানে গ্রহণ করতে পারে। তাঁরই অগ্রদূত হয়ে শুধু পথ প্রস্তুত করেছেন। আমরাও যেন জীবনে ভাল কাজ করতে কার্পণ্য না করি এবং কাজের বিনিময়ে প্রশংসা বা বড় হতে না চাই; আর তা যদি চাই তাহলে কাজ ভাল হলেও উদ্দেশ্য ভাল না হলে তা আমাদের প্রকৃত সুখ দিতে পারে না। তাই এই সাধুর কাছে আমাদের একটাই প্রার্থনা আমরা যেন তাঁর গুণাবলীগুলো নিজ জীবনে প্রতিফলন করতে পারি এবং যিশুর প্রকৃত শিষ্য হয়ে উঠতে পারি॥

৫ম মৃত্যুবার্ষিকী

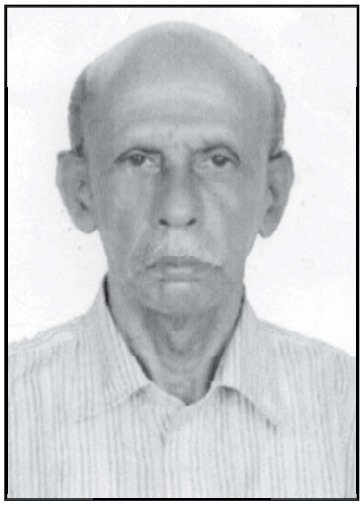

প্রয়াত প্যাট্রিক ডি'কোনা
জন্ম: ২০ মে, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৩ জুন, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
সোনাপুর, নোয়াখালি

বাবা ও দাদু,

তুমি নেই, আমাদের মাঝে আজ পাঁচটি বৎসর। কিন্তু প্রতিটি মুহূর্তেই তোমার অনুপস্থিতি আমরা উপলব্ধি করি। তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ করো আমরা যেন তোমার মত সেবা কাজ করতে পারি।

তোমার আদরের
ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী ও
নাতনী জামাই

বিজ্ঞ/১৭৭/২২

বাবাই জীবনের পূর্ণতা

দুলেন্দ্র ড্যানিয়েল গমেজ

বাবা মানে সাহস, বাবাই আসলে বাস্তব
হাসি খুশির জীবনে, বাবাই আমার রক্ষক
বাবাই আমার সম্পদ, সব সংগ্রামের স্রষ্টা
বাবা থেকেই তৈরি, আমার জীবনের পৃষ্ঠা॥

পৃথিবীর সবচেয়ে আস্থাশীল, সাহসী, পরম নির্ভরশীল আর একদম কাছের ব্যক্তি হচ্ছেন বাবা। এই জগৎ সংসারে বাবাই হচ্ছেন আমার, আপনার প্রথম পরিচয়। বাবা হলো একটি গাছের মূল বা শিকড় আর তার স্ত্রী-সন্তানেরা হলো গাছ ও শাখা-প্রশাখা। যিনি স্ত্রী ও সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে দেন। নিজের বর্তমানকে ভুলে গিয়ে হাসি মুখে পরিবারকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন। বাবাই সন্তানের পরম ভরসার আশ্রয়। বাবার সাথে আমাদের এক অপরূপ বন্ধন রয়েছে। যার ফলে বাবার সম্পূর্ণ অস্তিত্ব প্রতিনিয়ত নিজেদের মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে। সন্তানের কাছে বাবা হলেন অমূল্য সম্পদ। অন্যদিকে বাবার ভালবাসার শক্তি অপরিমেয়। কারণ এই পিতৃত্বের মূল শক্তি ঈশ্বরের ভালবাসা হতে সৃষ্টি। তাই বাবা মানে ভালবাসা, বাবা মানে নির্ভরতা। প্রতিবছর জুন মাসের ৩য় সপ্তাহে বাবা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সেই জের ধরে আজ ১৯ জুন বিশ্ব বাবা দিবস পালন করা হচ্ছে। পৃথিবীর সকল বাবাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জানাই।

একটি শিশু তার বাবা ও মায়ের সমান জিনগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও রয়েছে। পরিবারে একটি শিশুর বেড়ে ওঠার জন্য যেমন মায়ের মমতা ও ভালবাসার প্রয়োজন, তেমনি ভাবে বাবার শাসন ও দক্ষতার গুরুত্ব অপরিসীম। এই দিক দিয়ে বাবাকে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে যে, *"বাবা হচ্ছেন এমনি একজন ব্যক্তি যিনি সন্তানদেরকে পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষরূপে গড়ে তুলেন।"* তিনি সন্তানদের শারীরিক ও আবেগময় দিকগুলো শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। একটি শিশুর জীবনে পিতার আচার-ব্যবহার ও উপস্থিতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তাই সন্তানের সব ধরনের গঠনের জন্য মায়ের পাশাপাশি বাবার ভূমিকার গুরুত্ব রয়েছে।

বাবা হচ্ছেন পরিপক্ক নারিকেলের মতো। যার উপরের অংশ খুবই শক্ত ও কঠিন কিন্তু ভিতরের ফল নরম, সুস্বাদু ও মিষ্টি। তাই একদিকে বাবা মানে কঠিন চেহারা। বাবা মানেই শক্ত চোয়ালে। অন্যদিকে বাবা হচ্ছেন কোমল ও নরম প্রকৃতির মানুষ। প্রতিটি বাবারই একটি নরম ও কোমল হৃদয় রয়েছে। সেই হৃদয়ে সকল সন্তানেরা নিরাপদে ও পরম ভরসায় আশ্রয় পায়। বাবা মানে সাহস। বাবা মানেই দক্ষ ব্যক্তিত্ব। বাবারা প্রতিটি সন্তানকে স্নেহ ও ভালবাসেন ঠিকই কিন্তু আমরা সন্তানেরা তা অনেক সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে বুঝতে পারি। পরিবারে বাবার মতো অভিজ্ঞ ব্যক্তির খুবই প্রয়োজন। কারণ বাবাই পরিবারের রক্ষক ও কর্ণধার।

প্রতিটি বাবাই তার সন্তানদের জীবনে অকৃতিম বন্ধু ও বিশেষ ব্যক্তি। যিনি পরিবারের কর্তব্য পালনের মধ্যেও সন্তানদের স্নেহ ও যত্ন নিতে কার্পণ্য করেন না। যদিও বাবাদের সবকিছুর মধ্যে একটা সীমিত মাত্রা দেওয়া থাকে তবুও তাদের প্রতি আমাদের ভীতি মেশানো শ্রদ্ধা ও ভালবাসা কিন্তু কম নয়। কেননা বাবাই হলেন আমাদের জীবনের সূচনা ও পূর্ণতা। একদিকে ছেলের কাছে বাবা হচ্ছেন অভিজ্ঞ ব্যক্তি, দক্ষ কারিগর ও নায়ক। অন্যদিকে একজন মেয়ের কাছে বাবা হচ্ছেন সবচেয়ে কাছের মানুষ ও জীবনের রাজা। বাবার রাজত্বে সন্তানেরা শক্তিশালী, সংগ্রামী ও প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। পরিবারে বাবাই আমাদের সবচেয়ে বেশি শাসন করেন এবং সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় বলতে হয়, "শাসন করা তারেই সাজে সোহাগ করে যে গো।" বাবাই আমাদের জীবনের শর্তহীন ও নিঃস্বার্থ ভালবাসার আশ্রয়। তাই বাবার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রকাশ করাই সন্তানের প্রধান দায়িত্ব।

বাবাই হলেন সন্তানদের জনক, ধারক ও বাহক। তিনি তার অকৃতিম ভালবাসায় সন্তানদের গড়ে তোলেন। পরিবারে তার উপস্থিতি যেন সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতি সমতুল্য। সন্তানদের জীবনে বাবার গুরত্ব আকাশ ছোঁয়া। যেসব সন্তানদের মাথার উপর বাবা নামক বিশাল বটবৃক্ষটি নেই তারা বুঝতে পারে ঝুম বৃষ্টিতে ও তীব্র রোদে তাদের কি পরিমান কষ্ট সহ্য করতে হয়। তেমনি এক বন্ধুর কষ্টকর অনুভূতির কথা মনে পরলো যা ছিল এরকম:

আমার বয়স যখন সাত বছর তখন আমার বাবা মারা যান। আজ আমার ১৬ বছর পূর্ণ হল। "বাবা" শব্দটি শুধু মনে মনেই উচ্চারণ করতে পারছি। আমি যখন হোস্টেলে ছিলাম তখন আমি বাবাকে সবচেয়ে বেশি অনুভব করেছিলাম। সেখানে থাকাকালীন সময় প্রায়ই আমার মন খারাপ হত। কারণ হোস্টেলে যখন বন্ধুদের বাবারা ওদের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন তখন ওদের আদর করে যেতেন। সেই মুহূর্তে আমার খুব আফসোস হতো! আর মনে মনে বলতাম, "আজ যদি আমার বাবা বেঁচে থাকতেন তাহলে হয়তো, আমাকেও ঐ ভাবে আদর করে যেতেন।" যদিও বড় ভাই-বোন আমাকে দেখতে আসতো এবং আদর করে যেতো তবুও বাবার আদরের সঙ্গে তাদের আদরের বিশাল এক তফাত রয়েছে। সত্যিই প্রিয় জিনিসটি ছাড়া যেমন মানুষের জীবন অনেকটা অচল ও বিষময় হয়ে দাড়ায় তেমনি বাবার ভালবাসা, শাসন ও সংস্পর্শ ছাড়া সন্তানদের জীবন অন্ধকারময় হয়ে ওঠে।

প্রতিটি পরিবারে বাবা হলেন উত্তম শিক্ষক, নিঃস্বার্থকর্মী, প্রেরণার উৎস, রক্ষক, দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্ব ও সন্তানদের পরম বন্ধু। যিনি পরিবারকে রক্ষায় ও সন্তানদের সুখের জন্য নিজের সুখ, আরাম-আয়েশ ও বর্তমানকে হাসিমুখে উৎসর্গ করেন। তিনি নিজের জীবন দিয়ে সন্তানদের শিক্ষা দিয়ে থাকেন যাতে করে সন্তানেরা জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্ব অর্জন করতে পারে। আমার-আপনার জীবনে বাবার এত ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও কিভাবে আমরা আমাদের পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাই? বর্তমানে পরিবারগুলোতে সচরাচর তাই ঘটছে। এতে আমরা আমাদের বিকৃত ও নিকৃষ্ট মন মানসিকতার পরিচয় দিচ্ছি।

তাই এই বাবা দিবসে অঙ্গীকার করি, সন্তান হিসেবে বাবার উপর আমাদের প্রত্যেকের যে দায়িত্ব ও কতর্ব্য রয়েছে তা বিশ্বস্ততার সাথে পালন করতে পারি। কেননা পবিত্র বাইবেলে বলা হয়েছে, "তোমরা নিজেরা এখন যে মাপকাঠিতে অন্যকে মেপে নিচ্ছ, তোমাদের একদিন সেই মাপকাঠিতে মাপা হবে *(মথি ৭:২)*।" তাই আমরা যেন বাবাদের নিয়ে একটু সচেতন ভাবে চিন্তা করি এবং তাদের ভালবাসাকে উপলব্ধি করি। কারণ বাবারা সবসময় অমাদের সঙ্গে থাকেন। তিনি আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে রয়েছেন। আমরা যেন তাদেরকে ভক্তি-শ্রদ্ধা, সম্মান ও নিঃস্বার্থভাবে সেবা করি। এতেই তারা খুশি হবেন এবং সুখি হবেন। সন্তান হিসেবে এটাই আমাদের পবিত্র ও অত্যাবাশব দায়িত্ব।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১. পবিত্র বাইবেল
২. রবীন্দ্র রচনাবলী ২
৩. সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, সংখ্যা-২২, ২০১৮ এবং ২০২০॥

আমার বাবা

ঝর্ণা গমেজ

জীবনের এক পর্যায়ে এসে মানুষ নিজেদের আয়নায় নিজেকে দেখতে চায়। মনে হচ্ছে সে সময় এসে গেছে আমার। মা-বাবার বর্তমান যে অবস্থা, তার মধ্যে নিজেকে দেখার এক উপলক্ষ্য আমার হয়েছে। এই উপলক্ষ্য নির্ভর করে আমার যে উপলব্ধি তৈরী হয়েছে তার কিছু অংশ তুলে ধরার চেষ্টা করছি। পারিবারিক কিছু বিষয় সহভাগিতা করার প্রারম্ভে বলা প্রয়োজন যে, প্রতিটা পরিবারে কিছু না কিছু বিষয় থাকে যা সকলের জন্য প্রাসঙ্গিক নয়, সহভাগিতা করা শোভনীয় নয়। আমাদের পরিবারের বিষয়গুলো একেবারে আলাদা। আমি বলবো, open secrete. ঘরের এমন কোন বিষয় নেই যা আমাদের ঘরের বাইরের লোক জানে না। বরঞ্চ বেশীজানে তারাই এবং আগেই জেনে যায়। কিভাবে জানে, বুঝতে পারিনি আজো। স্বাভাবিক ভাবে, পরিবারের ভিত্তি আমাদের মা-বাবা। তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফসল হলাম বর্তমানের আমরা।

এ পর্যায়ে এসে বাবা সম্বন্ধে কোন কিছু বলা শুরুর আগে বলে রাখা ভাল যে, এ বিষয়ে বলতে অনেক সময় লাগবে। আমার বাবা একজন সমাজসেবী। এ কথা তার প্রতিটি কথায় প্রতি কাজে আমরা পরিবারের সবাই টের পাই। পরিবারে আমরা চার ভাই-বোন। মা আমাদের কেন্দ্রবিন্দু। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সংসারের সমস্ত কাজ করতে দেখেছি ছোটবেলায়। ঘরে কোন আলাদা কাজের লোক দীর্ঘ সময়ের জন্য ছিল না। আমরা যখন স্কুল কলেজে পড়তাম তখন সকাল বেলার নাস্তা তৈরী করা দুপুরের খাবার তৈরী করাসহ সব কাজ মা কিভাবে যেন সামলে নিতো। আমরা ভাই-বোনেরা শুধু কোন রকমে বাজার করতাম রেশন তুলতাম।

ছোটবেলা থেকে আমরা ঢাকা শহরে বাস করছি। শহরের বিভিন্ন স্থানে আমরা থেকেছি। আমার মনে আছে এখন যেখানে ঢাকা খ্রিস্টান ক্রেডিট ইউনিয়নের অফিস তার পিছনের পাড়ায় আমরা ছিলাম। এর পূর্বে কোথায় ছিলাম আমার মনে নেই। শুনেছি এখন যেখানে আনন্দ সিনেমা হল সেখানেও পাড়া ছিল সেখানে ছিলাম কয়েক বৎসর। আমার মনে আছে মালিবাগে যখন ছিলাম তখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হয়। মালিবাগ থেকে হেঁটে আমরা গ্রামের বাড়ী (ধনুন) যাই, কমল কাকার সাথে। বাবা তখন কাজ করতো যশোহরের নোওয়াপাড়া পাট কারখানায়। বাবাকে দেখেছি সব সময় বাইরে কর্মরত অবস্থায়। আমরা তাকে ঘরে খুব বেশী পেতাম না। আমাদের সংসার খরচ চালানের জন্য তাকে সব সময় অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হতো। ৬ষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করা এক লোক কি করে পরিবারকে আর্থিক স্বচ্ছলতা দিয়েছে তার প্রমাণ আমাদের বাবা। অন্যদিকে বাবার সেই সামান্য আয়ের উপর নির্ভর করে কি করে ছেলে মেয়েদের আদর্শ ভাবে গড়ে তোলা যায় তার নিদর্শন

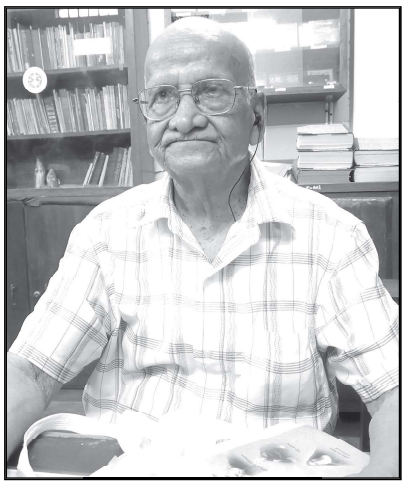

হচ্ছে আমাদের মা। অল্প লেখাপড়া জানা এই দম্পতি তাদের অক্লান্ত চেষ্টায় আমাদের চার ভাই-বোনকে ভবিষ্যতের জন্য তৈরী করেছে। বাবার জন্ম ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর। শুনেছি ছোট বলায় সে খুব দুষ্টু প্রকৃতির ছিল। গ্রামে এ নিয়ে তার প্রচুর নাম ছিল। রাত-বিরাতে ঘুরে বেড়ানো থেকে শুরু করে বহু দুঃসাহসিক কাজ ছিল নিত্যদিনের সঙ্গী।

আমাদের ঠাকুরদাদা তার সংসার জীবনের প্রারম্ভে বেশ কয়েকবৎসর কলকাতায় ছিল। সেখানে তার কর্মজীবনের শুরু। তাই, ভারত ও পূর্ববঙ্গে (তৎকালীন) তাদের যাতায়াত ছিল অহরহ। বাবা পরিবারের বড় ছেলে বিধায় মাঝে মাঝে একাই তাকে ট্রেনে কলকাতা-পূবাইল ভ্রমণ করতে হতো। চঞ্চল প্রকৃতির হওয়ায় স্কুল থেকে নিরুদ্দেশ হওয়া তার স্বভাব ছিল। এহেন লাগামছাড়া জীবনে যখন জোড় করে সংসার জীবনে মাকে যুক্ত করা হয় তখন তার (বাবার) জন্য একটি কষ্টদায়ক অধ্যায় শুরু হয়। সামান্য লেখাপড়া জানা বাউন্ডুলে স্বভাবের এক যুবক যখন একটি পরিবার গঠনের দায়িত্ব পায় তখন তার যে কি মানসিক অবস্থা থাকে সেটা কল্পনা করা খুবই কষ্টকর। কিন্তু বাবা সে দায়িত্ব কখনো ফেলে দিতে পারেনি আমাদের মায়ের কারণে। মায়ের ভালবাসা তাকে সংসারের সাথে বাঁধতে পেরেছে দৃঢ়ভাবে। এক উশৃঙ্খল বাঁধনহারা যুবক থেকে এখনকার এক বয়স্ক বহু অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বৃদ্ধকে আমরা পেরেছি বাবা হিসেবে, যার কোন বিকল্প নেই। এই ধরনের মানুষ আমাদের সমাজে একমাত্র একজন আছে অন্তত আমার দৃষ্টিতে।

বাবার জীবন গড়ার পিছনে তার মামা ফাদার পিটার দেশাই-র অবদান আছে। এই মামার সাথে ঘুরে ছোটবেলায় বাবার মধ্যে যে শিক্ষার বীজ গাঁথা হয়েছিল তাই দিনান্ত পরে মহীরুহ হয়ে আছে। ভাওয়াল অঞ্চলে বাবা পল নামে পরিচিত। আর কর্মক্ষেত্রে পিটার নামে পরিচিত।

বাবার কর্মজীবন শুরু হয় IECO নামক একটি আমেরিকান প্রতিষ্ঠানে। নোয়াখালীর সোনাপুর এলাকার সিসিল ডায়াসের সহায়তায় তার এই চাকরী প্রাপ্তি। টাইপিস্ট হিসাবে কাজ শুরু করলেও বিভিন্ন ধরণের কাজের প্রতি তার আগ্রহ ছিল প্রচণ্ড। তাই ইংরেজি ভাষায় অতি অল্প সময়ে দক্ষতা অর্জন করে। ড্রাইভিং সহ অফিসিয়াল বিভিন্ন কাজে তার পারদর্শিতা প্রশংসিত হয়। তার এই কর্মজীবনে বৈচিত্র ছিল পুলিশী বিভাগের কাজ থেকে পাট শিল্প প্রতিষ্ঠান, UNROB বিভিন্ন দূতাবাসে তার দক্ষতার প্রকাশের সুযোগ হয়েছিল। জীবন যুদ্ধে এক যোদ্ধা হিসাবে বাবাকে আমরা খুব বেশী ঘরে পেতাম না। তার চলাচল ছিল সবসময় ঘরের বাইরে। পরিবারে তার চেষ্টা ছিল যেন, অর্থনৈতিক ভাবে কখনো আমরা কোন কষ্ট না পাই। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সব সময় আমাদের বিভিন্ন ভাবে শিক্ষার পরিধি বাড়াতে দেশের বিভিন্ন স্থানে বেড়ানোর জন্য নিয়ে যেতো। ভারতেও আমরা গিয়েছি ছোটবেলায় প্লেনে চড়ে। আমাদের আরাম আয়েশের প্রতি খাবার দাবারের প্রতি সব সময়ই বাবা ছিল মনোযোগী; যদিও সে কাজটা মায়ের মাধ্যমে হতো। আমাদের পরিবারে কখনো কোন কিছু অতিরিক্ত ছিল না। সব কিছুতেই মিতব্যয়িতার ভাব প্রকাশ পেতো। কোন কিছু পাওয়ার আনন্দে আমরা কখনো উৎফুল্ল হওয়ার সুযোগ পেতাম না। অল্পতেই সুখী হওয়ার অভ্যাস আমরা ছোটবেলা থেকেই পেয়েছি। বাবা যা উপার্জন করতো, সেটা যদি পুরোটা পরিবারের প্রয়োজনে ব্যয় হতো তাহলে আমাদের জীবন অন্যরকম হতো; কিন্তু সেটা হয়নি। কারণ বাবার উপার্জনের বেশীভাগ অংশ ব্যয় হতো আমাদের পরিবারের বাইরে, সমাজ সেবা মূলক কাজে।

গ্রামের কোন বাড়ীতে সামান্য অর্থের অভাবে ছেলে মেয়েদের পড়াশুনা বন্ধ হয়ে আছে; কোন বাড়ীতে কেউ অন্নাভাবে আছে; কে অসুস্থ হয়ে আছে; অর্থের অভাবে চিকিৎসা হচ্ছে না ইত্যাদি নানা ধরনের প্রয়োজনে বাবার সাহায্যের হাত ছিল প্রশস্ত। পাশাপাশি যুবক সম্প্রদায়ের খেলাধূলা প্রসারে তার আর্থিক

সাহায্য পেতো অগ্রাধিকার। সামাজিক কর্মকাণ্ডে তার এই অংশগ্রহণ মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে বিরক্তি সৃষ্টি করতো; কিন্তু বাবা তখন আমাদের বলতো, "দেখো তোমাদের তো কোন কিছুর অভাব নেই। জীবনে বেঁচে থাকার জন্য যা প্রয়োজন সে সব আমাদের আছে। বাইরে তাকিয়ে দেখ ওদের এসব নেই। তোমাদের যা আছে, সেখান থেকে ওদের কিছু দিলে ওরা বেঁচে থাকতে পারবে। নিজে বাঁচো অন্যকে বাঁচতে সাহায্য করো।" বাবা এখনো সেই এক আদর্শে নিজের জীবন চালিয়ে যাচ্ছে। একই কথা এখনো আমাদের শুনতে হয় প্রতিনিয়ত। তার দু'টি জামা-প্যান্টের বদলে আরেকটি জামা-প্যান্ট কেনার ইচ্ছে নেই। আমাদের বর্তমান আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রেক্ষাপটে তার জন্য কোন উপহার কেনার জন্য আমাদের এখনো সাহস হয়নি। কারণ এর জন্য প্রচণ্ড বকাবকি এখনো শুনতে হয় আমাদের। কোন ধরনের বাড়তি আয়োজন করা আমাদের পক্ষে করা সম্ভব হয় না। সমাজ সেবা আমাদের বাবার রক্ত মাংসে এমনভাবে মিশে আছে যে, প্রতিনিয়ত ঘরের ভিতর তার চর্চা হয়। আমাদের মন মানসিকতাকে তার চিন্তায় নিয়ন্ত্রণ করে যাচ্ছে পুরোপুরি। ভোগ বিলাসের যান্ত্রিক এই যুগে পরিবারগত ভাবে আমরা এখনো, "নিজে বাঁচো অন্যকে বাঁচতে সাহায্য কর" এই মতবাদে চলার চেষ্টা করছি। আমাদের চারপাশে দেখতে পাই মানুষের লোভ তাকে কতদূর পর্যন্ত নিয়ে যায়, ধ্বংস করে দেয় বাবার সাথে যারা সমাজে ওঠা বসা করতেন তাদের অনেকের সামাজিক উত্থানকে দেখতে পাই, যা হয়েছে অন্ধকার গলি দিয়ে যাতায়াত করে, অতি দ্রুত গতিতে। অথচ বাবার উত্থান হয়েছে এক পরিমিত জীবন-যাত্রার মধ্যদিয়ে অত্যন্ত ধীর গতিতে যার ফল আমরা তার সন্তান হিসাবে ভোগ করছি। আমাদের এখন অন্যদের মত ব্যাংক ব্যালেন্স নেই ঠিক, কিন্তু মানসিক দুঃশ্চিন্তা নেই; অন্যদের অভিশাপ নিয়ে বেঁচে থাকার কোন গ্লানি নেই। বাবার কর্মজীবনে ঢাকা খ্রিস্টান ক্রেডিট ইউনিয়ন ও খ্রিস্টান হাউজিং সোসাইটি এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এ দু'টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যদিয়ে খ্রিস্টান সমাজের উন্নয়নে তার যে আপ্রাণ চেষ্টা তার পরিচয় আমরা বিভিন্ন লেখনীতে দেখতে পাই। বর্তমানে বাবা "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী" পত্রিকায় বিভিন্ন সময় তার মতামত প্রকাশ করে। এতে হয়তো অনেকের বিরাগ ভাজন হতে হয়, কিন্তু বাবা তার কাজ একই ভাবে করে যেতে বদ্ধপরিকর। আর্থিক ও নৈতিকভাবে আমাদের সমাজের যে অবক্ষয় হচ্ছে সে কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। কিন্তু খোলাখুলি স্বীকার করেন না। তাদের মধ্যে এক ধরনের ভয় কাজ করে। বাবার ভিতর সে ভয় নেই। অসীম সাহস নিয়ে বলিষ্ঠ ভাষায় সে সব সমাজের কাছে তুলে ধরার জন্য তার লেখা। আমাদের মাঝে তার মত আরো লোকের আগমন হোক, এই কামনা করি ॥

বাবা তোমাকে ভালোবাসি

জেসিকা লরেটো ডি' রোজারিও

বাবা,

আজ তোমার কথা খুব করে মনে পড়ছে, কারণ আজ "বাবা দিবস"। আজ এই বিশেষ দিনে সন্তানেরাই হয়তো তার বাবাকে ফুল দেয়, জড়িয়ে ধরে বলতে পারে "বাবা তোমাকে ভালোবাসি" কিন্তু আমি পারছি না, কারণ আমার বাবা প্রবাসী। শুধুমাত্র আমরা ভালো থাকবো বলে একটু ভালোভাবে বাঁচবো বলে এই বিশাল আত্মত্যাগ। দিনের পর দিন আমাদের আবদার মেটানোর মানুষটা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অক্লান্ত পরিশ্রম শেষেও হাসিমুখে বলতে জানে ভালো আছি। আমাদের মুখে নানান বাহারি স্বাদের খাবার তুলে দেওয়া মানুষটি দিনের পর দিন ডাল, আলুভর্তা করে দিব্যি পেট চালিয়ে নেয়। আমাদের শখ পূরণ করতে গিয়ে নিজের জীবনে একটুখানি নিজের মত করে বাঁচতে তারা ভুলে যায়। তারা ভুলে যায় তারাও রক্ত মাংস গড়া অতি সাধারণ মানুষ, যাদের শখ বলতে কিছু নেই আছে অপরিসীম দায়িত্ব। আচ্ছা সব বাবারাই কি এমনই হয়? বটবৃক্ষের মতন। কেবল আগলে রাখে, ছায়া দিয়ে যায় রক্ষা করে সমস্ত ঝর ঝাপটা থেকে? গায়ে লাগতে দেয়না একটুখানি আঁচ? বাবা, জানো তোমাকে চোখের সামনে দেখবো বলে কতদিন ধরে অপেক্ষা করে আছি? শুধু তোমাকে জড়িয়ে ধরে অনেক কাঁদবো বলে! জমে থাকা অভিমানগুলো যেন জমাটবাঁধা বরফের মতন গলে পানি হয়ে যায়! বাবা তুমি জানো ভার্চুয়াল জগতে থাকা তুমি আর বাস্তবে তো বিশাল এক ফারাক! বাবা তুমি মানেই যেন সবচেয়ে বেশি নিরাপদ আর আমার নির্ভরতার আশ্রয়। বাবা, জানি কোনো কিছুতেই এ ঋণ শোধ হবার নয় কখনো! কিছুর বিনিময়েই নয়। বাবা তোমার কোলে মাথা রেখে ঘুমাইনা কতকাল, কেউ মাথায় হাত বুলিয়ে বলে না চিন্তা করিসনা আমিতো আছি। পাগলি মেয়ে আমার, কাঁদে মিছিমিছি। কতকাল সেই ছোট্ট বেলার মতন বায়না ধরা হয়না। আর কেউ আদর করে কোলে তুলে নেয়না। ছোট্ট বেলার মতন কেউ হাড়িবাটি হরেক খেলনা কিনে এনে ভীষণ চম্‌কে দেয়না! কেউ বলেনা ইচ্ছে হলেই, আয় গান গাই। হারমোনিয়াম আর তবলাতে দাদরা তাল বাজাই। কেউ বলেনা আইসক্রিম খাবি? চল লুকিয়ে লুকিয়ে! মা যে ভীষণ বকুনি দেবে ধরা পড়ে গেলে কেউ বলেনা মন খারাপ! চোখ যে ছলছল! পাগলি মেয়ে রাজকন্যা, কি হয়েছে বল? বকুনি দিয়েছে মা? কেউ দেয়না নতুন নতুন জামা কিনে হঠাৎ ভীষণ চমকে! তুমি ছাড়া জীবনটা যেন গেছে থমকে। থমথমে এই জীবনটাতে বাবা তুমি কই? তোমার ফেরার অপেক্ষার পথ চেয়ে রই! জানি তুমিও কষ্টে থাকো ভীষণ একা একা, ফোনের সেই ভিডিও কলেই একটু তোমায় দেখা। বাবা তোমার আদর পাইনা কতকাল ধরে, শূন্য লাগে সবকিছুই, ঘরটা বড্ড ফাঁকা লাগে। বাবা তুমি ভালো আছোতো? নিজের যত্ন নাও ঠিক মতন? ওষুধগুলো খাও ঠিক সময়ে? বাবা তুমি ছাড়া আমার আর লাগেনা ভালো। আমার অন্ধকার এই জীবনের তুমি সূর্যের আলো। জানো বাবা কেনো জানি তোমাকে মুখ ফুটে বলতে পারিনা। দেখাতে পারিনা তোমাকে কতটা ভালোবাসি। ভীষণ মন খারাপে যখন সময় আর কিছুতেই কাটতে চায়না, সবার প্রথমে চোখের সামনে ভেসে ওঠে তোমার মুখটা। জানো বাবা আজ আমি অনেক বড় হয়ে গেছি। একা একা চলতে পারি। পারি সবই করতে। তবু বাবা তোমায় ছাড়া লাগে আজও ভয় পথ চলতে। বাবা জানো তোমার এই ছোট মেয়েটারও মেয়ে হয়েছে। ঠিক আমারই মতন দুষ্টু। আজ যখন দেখি মেয়েকে ওর বাবা কোলে তুলে আদর করছে তখন তোমার ছবি ভেসে উঠলো চোখেতে। তুমিও বুঝি এমনি ভাবেই আমায় নিতে কোলে তুলে? শূন্যে ছুড়ে? উঠতাম আমি শব্দ করে খিলখিলিয়ে হেসে? বুঝি আমার সন্ধ্যা কাটতো এমনি করেই তোমার কোলে বসে? মাঝে মাঝে তুমিও বুঝি সাজাতে আমায় নিজের মতন করে? ডাকতে আমায় মা বলে? খেলতে গিয়ে পড়ে ব্যথা পেলে তুমিও বুঝি মিছিমিছি আমায় শান্তনা দিতে? মনে জোগাতে সাহস। যেন ভেঙে না পড়ি, হার না মানি কখনো। বাবা জানো আমার মেয়েটাও আমারি মতন বাবার আহ্লাদি হয়েছে। বাবা ছাড়া অন্ধ যেন। মেয়েটাতো আমার, হবে না-ই-বা কেনো! বাবা তাতে আমার দুঃখ নেই এক বিন্দু পরিমাণ। আজ সত্যি বুঝতে পারি কি জিনিস এই সন্তান। যক্ষের ধনের চেয়েও বেশি মূল্যবান। তাকে আগলে রাখার জন্য কেমন করে ধরতে হয় বাজি, নিজের হাজার কষ্টে তবু রাজি। বাবা জানো আজ মেয়েকে তার বাবার সাথে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। তাইতো বাবা আমিও আছি তোমার অপেক্ষায়। বাবা তোমারও কি মনে পড়ে আমার ছোট্ট বেলার কথা? দস্যিপনায় মত্ত তোমার দুষ্ট মেয়েটা?

বাবা, আজ বাবা দিবসে শুধু এটুকুই প্রার্থনা করি ঈশ্বর তোমায় দীর্ঘায়ূ দিক। সুস্থ রাখুন। ভালো থাকুক পৃথিবার সকল বাবা।

ইতি,

তোমার দস্যি মেয়ে

বাবা তোমাকে ভালোবাসি

সিস্টার সম্পা গমেজ সিআইসি

প্রিয় বাবা,

আমার ভালোবাসাসহ প্রণাম নিও। হ্যালো, বাবা মাটির ঘরে কেমন আছো তুমি? আমার বিশ্বাস ঈশ্বরের ভালোবাসায় ও স্নেহে ভালোই আছো। জানো বাবা তোমার সঙ্গে যোগাযোগের কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তাই ভাবছি বাবার ১৫ বছর হয় না ফেরার দেশে চলে যাওয়া, কি ধ্যানে, জ্ঞানে, প্রার্থনায়, আমাদের চলার পথে আর এদিকে ওদিকে অন্য ব্যক্তির মধ্যদিয়ে তোমার আধ্যাত্মিকতায় ও প্রশংসায় আমার পরিচয় তুমি আমার বাবা, আমি তোমার সন্তান। শোন বাবা, তোমাকে অনেক চিঠি লিখেছি, শুধু উত্তর আসে তুমি ভালো থেকো ও প্রার্থনা করো। কিন্তু মনের ভেতর একটা কথা না বলার অপূর্ণতা ও আক্ষেপ রয়ে গেছে। তাই আজ বলতে চাই "বাবা তোমাকে অনেক ভালোবাসি"। আজ একটা বিশেষ দিন সারা বিশ্বে পালিত হচ্ছে বাবা দিবস তাই তোমাকে জানাই প্রণামসহ শুভ দিনের শুভেচ্ছা "হ্যাপি ফাদার'স ডে"। বাবা আমার বিশ্বাস পরম পিতার সান্নিধ্যে আছ তুমি। কারণ একজন নিরব আদর্শ পিতা কখনও নরকে স্থান পেতে পারে না। তাই তোমার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তোমার মত বাবা পৃথিবীতে প্রতিটি ঘরে ঘরে যেন আদর্শ বাবা হয়ে থাকে। বাবা কবিতার ভাষায় তোমাকে বলতে চাই-

তোমারি আশায় আছি
আমি অনেক ভাগ্যবান ব্যক্তি
তোমাকে ভালোবাসি বাবা।
আর রাগ, ভালোবাসা, আনন্দ
দুঃখ-কষ্ট সবই, তোমার সঙ্গে।
খুব কষ্ট হয়, তোমাকে বাবা বলে
ডাকতে না পারায়
পাশের ব্যক্তি একধারে ডেকে যায়
বাবা-------বাবা ও বাবা।
চলে গেছো কিন্তু কোথায়?
এক মুহূর্তও তোমাকে ছাড়া থাকতে পারিনা,
তাই আশায় আছি।
তুমি আমায় মামনি বলে ডাকবে
আমি বাবা বাবা বলে ডাকব আর বলব-
I Love You.

খোলা চিঠি

বাবা,

রক্তকে অস্বীকার করতে পারিনি। চিঠিটা লিখতে গিয়ে বুঝতে পারলাম একাধিক প্রশ্ন জড়িয়ে ধরছে আমাকে। ঘরের ছেলে ঘরেই থাকার কথা। ঠিক মায়ের কোলের ঐ ছোট শিশুটির মত। অথচ এই ঘর-কোলই যেন আমার নিষিদ্ধ ভূমি। পরিবারের বড় ছেলের দায়িত্ব কোন অংশে কম থাকেনা। অনেকটা অদৃশ্য বিধির মত। মানুষের মুখে মুখে শুনি, খুব পুরনো একটি কথা 'শিকড়ের সন্ধানে'। সব মানুষই এক সময় তার শিকড় খুঁজে বের করে। আমিও করেছিলাম। কিন্তু এ শিকড় আমাকে শক্ত ভাবে দাঁড়াতে দেয়নি। আমার অবর্তমানে তোমাদের পরিবারে কারো অভাব অনুভব হয়নি। অর্থাৎ আমি না হলেও তোমাদের আপত্তি নেই। আমার অপেক্ষায় পথে পথে দৃষ্টি রাখবার অবকাশ তোমাদের নেই। গত এক সাপ্তাহ আগে তোমার জন্মদিন ছিল। তোমাকে শুভেচ্ছা জানানোটাই স্বাভাবিক ছিল কিন্তু সাহস পাইনি। শুভ কাজে লক্ষ্যভ্রষ্টদের কেউ স্মরণ করতে চায় না। পাছে দিনটি অশুভ হয়ে যায়। তোমার জন্য অনেক প্রার্থনা করবো। আমার অবয়বে একটি নিকৃষ্ট আত্মার বসবাস। তাই এর জন্য তোমাদের প্রার্থনা চাইলাম না। ভালো থেকো। **ইতি, বনবিথির কবি**

"পোষ্ট এইচএসসি, ডিগ্রী বা অনার্স পর্যায়ে যারা অধ্যায়নরত"

তুমি নিমন্ত্রিত। তুমি কি একজন অবলেট সন্ন্যাস-ব্রতী যাজক বা ব্রাদার হতে চাও?
তুমি কি অবলেট হয়ে জনগণ তথা ঈশ্বরের জন্য কাজ করতে চাও?
তুমি কি এসএসসি, এইচএসসি কিংবা ডিগ্রী পর্যায়ে পড়াশুনা করছো?

যদি তুমি হ্যাঁ বল..... তবে এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর।

- তোমার ব্যক্তিগত কোন সম্পদ থাকবে না কিন্তু তোমার জীবন ভরে উঠবে অমূল্য সম্পদে।
- তোমার নিজের বলে কোন সময় থাকবে না, কিন্তু তোমার জীবন হবে পূর্ণ।
- ব্রতজীবন একটি আহ্বান, একটি চ্যালেঞ্জ, একটি নিমন্ত্রণ, আরও অর্থপূর্ণ জীবনের জন্যে, দীন-দরিদ্রের মাঝে সুখবর প্রচারের জন্য।

বাংলাদেশ অবলেট সংঘের ফাদারগণ প্রতি বছরের মতো এই বছরও **"এসো দেখে যাও"**এর প্রোগ্রামের দিন ও তারিখ নির্ধারণ করেছেন, **১৫ জুলাই হতে ১২ আগস্ট ২০২২ খ্রিস্টাব্দ** পর্যন্ত, অনুষ্ঠিত হবে ঢাকা এবং সিলেট ধর্মপ্রদেশের মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়ায় লক্ষীপুর মিশনে; যে সকল যুবক ভাইয়েরা ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিতে চায়, দয়া করে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সময়: ১৫ জুলাই হতে ১২ আগস্ট ২০২২ (ঢাকা ও সিলেট)
আগমন: ১৫ জুলাই শুক্রবার, বিকাল ৬ টার মধ্যে
স্থান: অবলেট সেমিনারী, ২৪/এ, আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা:

আহ্বান পরিচালক
ফাদার পিন্টু কস্তা ওএমআই
মো: ০১৭১৫-২৪৪৭৯৬
০১৭৪২-২৪৯২৪২

ফাদার রকি কস্তা ওএমআই
পরিচালক (অবলেট সেমিনারী)
মো: ০১৭১৫-৪৩৭৭৭৭
ফাদার সুবাস কস্তা ওএমআই
মো: ০১৭১৫-০৩৮৮০৬

ফাদার সুবাস গমেজ ওএমআই
সুপিরিওর, ডি' মাজেনড স্কলাসটিকেট
মো: ০১৭১৬-৫৮৬৪১৪
ফাদার দিলীপ সরকার ওএমআই
মো:০১৭১১-৯২০০০৪

বিজ্ঞ/১৭৬/২২

গামছা

নিবিড় লুইজী গমেজ

সারাদিন রিক্সা চালিয়ে প্রচণ্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছে রহিম শেখ। গামছা দিয়ে শরীরের ঘামটুকু মুছে নিলো সে। কয়েকদিন আগেই সে কিনেছে গামছাটা। ভাল আরাম দেয় এই গরমে। ভিজা গামছা পিঠে জড়িয়ে রাখার মজাই আলাদা। ইদানিং সে খেয়াল করছে যে, তরুণ-তরুণীরা এই গামছার কাপড়ের পোশাক পড়ছে। দেখে অবাক হয় সে। তারুণ্যের এবং আধুনিকতার হালচাল বুঝতে বড়ই কষ্ট হয় তার। "আল্লাহ, এ বছর এত্ত গরম কেন দিলা তুমি?" মনে মনে বলে রহিম শেখ।

লোকে মুখ ফুটে না বললেও রহিম শেখ নিজেই জানে যে, সে অতি সৎ একজন মানুষ। রিক্সা চালানোর ক্ষেত্রে সে কখনো উল্টা-পাল্টা ভাড়া চায় না, এমনকি বিদেশী কিংবা এলাকার নতুন মানুষদের কাছেও না। অন্য রিক্সাওয়ালারা এ নিয়ে বিদ্রুপ করে। তা করুক। রিক্সা চালাতে তার তেমন কোন সমস্যা হয় না। শুধুমাত্র রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে মাঝেমধ্যে সে ঝামেলায় পড়ে। তখন সে প্রাণভরে মুখের তুবড়ি ছুটিয়ে গালাগাল দেয় সরকারকে এবং সরকার বিরোধীদেরও। এছাড়াও পেটমোটা পুলিশ অফিসারদের দেখলে তার ভয় হয়। বাকী সব ঠিকই আছে। রহিম শেখ এতই সৎ একজন মানুষ যে, সে এই দুর্দিনেও বিয়ের সময় যৌতুক নিতে চায়নি। কিন্তু তার শ্বশুর আব্বা এতে অপমানিত বোধ করবেন ভেবে সে একটি সাইকেল নিতে রাজি হয়েছিল। তার বৌ আমেনা নাকি ছোটবেলায় খুব দুরন্ত ছিল। এখন আর সে আগের মত নেই, তবু তার একটি অভ্যাস এখনো যায়নি। আমেনা এখনও সাইকেল চালাতে পারে এবং চালাতে চায়ও কিন্তু তা কি হয়? এদেশ তো আর আমাদের প্রতিবেশি দেশ ভারত নয় যে, শাড়ী পরা মেয়েরা সাইকেল চালিয়ে নির্বিঘ্নে কর্মক্ষেত্রে যেতে পারবে! আমেনার কথা মনে হতেই রহিমের মনটা ভাল হয়ে গেল। ধুয়ে গেল সব ক্লান্তি। আর কয়েকদিন পরেই সে বাবা হতে চলেছে। আমেনার মুখটা মায়াবী। সে অতি লাজুক। লোকে কি বলে তা রহিম জানে না, সে শুধু জানে যে তার বৌ-ই এই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বৌ।

কয়েকদিন পরেই এলো খবরটা। আমেনার প্রসব বেদনা উঠেছে। রহিম শেখ তাড়াতাড়ি তার গ্রামের বাড়ির দিকে রওনা দিল। কিন্তু, গিয়ে যা দেখতে পেল, তার জন্য সে মোটেও প্রস্তুত ছিল না।

কফিন কাঁধে নিয়ে এলাকার গোরস্থানের দিকে যাচ্ছে রহিম। আমেনা মারা গেছে। সদ্যই পৃথিবীর আলো দেখা তার মেয়েটিও তার বেঁচে নেই। শুধুমাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্যই সত্যিকারের বাবা হতে পারলো সে।

মেয়েটা বেঁচে না যাওয়াতে ভালই হয়েছে। বেঁচে থাকলে শুধু শুধু সহ্য করতে হতো গঞ্জনা। রহিম শেখদের সমাজতো কন্যা সন্তানের জন্ম নেওয়াকে মোটেই ভালো চোখে দেখে না। বিশেষ করে রহিমের মা কোন ভাবেই ব্যাপারটা মেনে নিতে পারতো না। মার প্রতি রহিম কৃতজ্ঞ তবুও মার কিছু ব্যাপার মন থেকে মেনে নিতে পারবে না।

যাতায়াত ব্যবস্থার অসুবিধার কারণে আমেনাকে হাসপাতালে নিতে দেরি হয়েছিল। এছাড়াও টাকার অভাবে ভাল কোন হাসপাতালেও ওকে নেওয়া যায়নি। সবই অদৃষ্ট।

লাশ দাফন করে মাটি চাপা দিল রহিম শেখ। ঘাম ও কান্নাভেজা মুখটা মুছে নেওয়ার জন্য গামছটা খুঁজতে লাগলো আশেপাশে ॥

তোমাকে

মিল্টন রোজারিও

পুল পিঠে দাঁড়িয়ে যখন তুমি আবৃত্তি করছিলে
ঠিক তখনই আমি অনুষ্ঠানে প্রবেশ করলাম
দূর থেকে দেখলাম তোমাকে
নীল শাড়ী, কপালে নীল টিপ, চোখে চশমা;
আমি তো আগেই বলেছিলাম,
চশমা পড়লে তোমাকে খুব সুন্দর মানায়!
অনুষ্ঠান শেষে শত মানুষের মাঝে খুঁজছিলাম তোমাকে
আরো একটু কাছে থেকে দেখবো বলে
বড় সুন্দর লাগছিল তোমাকে, এই কথাটি বলার জন্যে;
এদিক ওদিক কোথাও খুঁজে না পেয়ে যখন দেখলাম
একটি বইয়ের দোকানে দাঁড়িয়ে তুমি
আমি কাছে গিয়ে তোমার পাশে দাঁড়ালাম
অবাক হলাম, তুমি বুঝতেই পারনি
আমি তোমাকে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছি!
আমি যখন বললাম, কেমন আছো?
তুমি চমকে বললে, ভালো! আজ আসি! কাজ আছে!
ব্যস! চলে গেলে এক বান্ধবীর সাথে!
আমি অভিমানে পাশকাটিয়ে যখন চলে যাচ্ছি
তুমি তখন শুধু বললে - বাসায় এসো!
আমি ভাবি, ঐ ঠোঁটে মিথ্যা বলাটা কি মানায়
কারণ, নিয়ন বাতির আলোতে
তোমার ঠোঁট দুটি তখন চিক চিক করছিল!

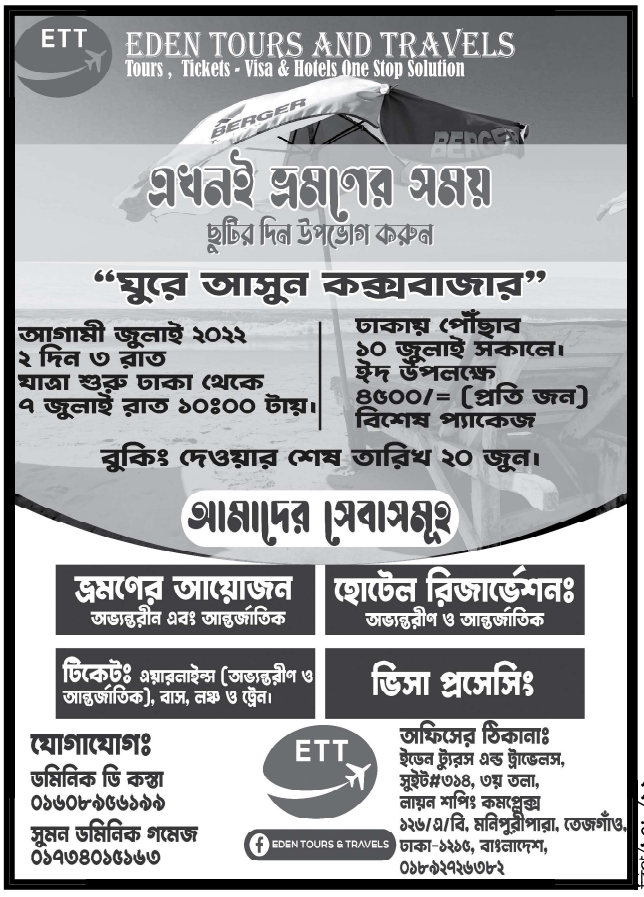

বিজ্ঞ/১৭৮/২২

বোনের প্রতি দাদার ভালোবাসা

সিস্টার মেরী ক্যাথরিন এসএমআরএ

ছোট একটি গ্রাম বকুলপুর। নিরিবিলি, সবুজ শ্যামল এই গ্রামটিতে বাস করে দুই ভাই-বোন শ্যামা ও সমুদ্র। শ্যামার পরিবারে সবাই তাকে খুব ভালোবাসে। কিন্তু সমুদ্র সব চাইতে বেশি ভালোবাসে আদরের একমাত্র বোন শ্যামাকে। শ্যামা পড়াশুনায় খুবই ভালো এবং সবার সেরা। পরিবারের সকলে তার প্রতি খুবই খুশি।

বোনের প্রতি সমুদ্রের ভালবাসার তুলনাই হয় না। বোন যা চায় সব কিছুই পূরণ করতে চেষ্টা করে। তবে সমুদ্র বোনকে খুব শাসনেও রাখে যেন সে কোন প্রলোভনে পতিত না হয়। সবে মাত্র শ্যামা মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে ভালো রেজাল্ট করে সবার মুখ উজ্জ্বল করেছে। এতে শ্যামার প্রতি স্কুলের সকল শিক্ষকমণ্ডলী খবই খুশি।

শ্যামার সব বান্ধবীরা সিস্টার হবে বলে শহরে যাচ্ছে এবং সেখানেই কলেজ পড়বে। কিন্তু শ্যামা তার মায়ের কারণে ভয়ে কাউকে কিছু বলেনি। অন্যদিকে শ্যামার দাদা সমুদ্র ঠিকই বোনের মনের কথা বুঝতে পারে, সে নিজে দায়িত্ব নিয়ে বোনকে অন্য বান্ধবীদের সঙ্গে শহরে পাঠায় যেন যে সিস্টার হতে পারে। শ্যামারও খুবই ইচ্ছে সিস্টার হওয়া। এভাবে দু'বৎসর পড়াশুনা শেষ করে শ্যামা নিজেকে প্রস্তুত করেছে সিস্টার হওয়ার জন্য। তার এ সাফল্যে একমাত্র দাদা সমুদ্রই যেন বেশি খুশী। কারণ বোনের স্বপ্নকে সে পরণ হতে কোন বাঁধার সৃষ্টি করেনি। এক পর্যায়ে শ্যামা নিজেই স্বীকার করে "আমার দাদাই আমাকে ধর্মীয় জীবনে আসতে অনুপ্রেরণা দিয়েছে, তাই আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ।" সিস্টার হবার পর শ্যামা যখন ছুটিতে বাড়ি যায় তখন তার দাদা বোনকে জড়িয়ে ধরে আর আনন্দে বলে উঠে বোন তুই যা করেছিস তা খুবই ভালো ঈশ্বর তোর মঙ্গল করুন।

এসো প্রিয় সোনামনিরা, আমরাও অন্যের জীবনে অনুপ্রেরণা যোগাতে চেষ্টা করি যেন ঈশ্বরের আশীর্বাদ পেতে পারি এবং শ্যামার ন্যায় জীবনে সঠিক সিদ্ধান্ত বেছে নিতে পারি॥ ৯০

রোদেলা তেরেজা রোজারিও
৩য় শ্রেণি

প্রিয় বাবা

সপ্তর্ষি

ঘামতে দেখেছি আমি সারাদিন তাকে
কিন্তু কাঁদতে দেখিনি কোনদিন
উনি আমার প্রিয় বাবা।
নিজের চাওয়াগুলোকে অপূর্ণ রেখে
আমার মুখে তুমি হাসি ফোটালে
আবদারগুলো পূর্ণ করে।
তৃণ লতার মতো জড়িয়ে রাখো বলে
তোমার বুকে মাথা রেখে স্বপ্ন দেখি
জীবনে একদিন বড় হবার।
নির্ভরতার জায়গা বাবা তোমার কাছে
বটবৃক্ষের ছায়া থাকে সেখানে
তোমার স্নেহ-পরশে।
বাবা তুমি হলে পরিবারে এক রাজা
যার রাজত্বে মেয়ে হয়েছি বলে
সারাজীবনের আমি রাজকণ্যা।
বাবা দিবসে আজ জানাই কৃতজ্ঞতা
সবার বাবার চেয়ে মহান
তুমি আমার প্রিয় বাবা।

বাবা তুমি নেই

তৃণা ক্রুশ

বাবা তুমি ছিলে সাদা মোমের মত
ভালবাসায় ভরা তোমার পবিত্র মন
আমাকে আলোকিত করে দিতে
নিজেকে নি:শেষ করে দিলে।

বাবা তুমি ছিলে বটবৃক্ষের মত
যত আপদ-বিপদ আর দুঃখ-কষ্টে
রক্ষা করেছ আমায় তুমি প্রতিটি ক্ষণে
অজস্র ভালবাসা আর তিক্ততা নিয়ে।

বাবা তুমি ছিলে নীরব কর্মী হয়ে
নিজের স্বপ্নগুলো যত হাসি মুখে
বুকের মাঝারে পাথর চাপা দিয়ে
আমার স্বপ্নগুলো সত্যি করে দিলে।

আমার চাহিদাগুলো সব পূরণ করতে
সারাদিন ঘাম ঝরালে অনাহারে থেকে
দ্বিধা করনি দশের কাছে মাথা নত করতে
তবুও চেয়েছ আমার মুখে হাসি ফুটাতে।

বাবা তুমি ছিলে শত শাসনের মাঝে
অফুরন্ত নিবিড় এক ভালবাসার ভাণ্ডার
বাবা তুমি নেই আজ এই ধরনীতে
হারিয়ে গেছ আমায় বড় একা করে॥

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

আমাদেরকে অবশ্যই দায়িত্বজ্ঞান ও একাত্মতার মূল্যবোধ বজায় রাখতে হবে বিশ্ব দরিদ্র দিবস উপলক্ষে পোপ মহোদয়ের বাণী

মাণ্ডলিক উপাসনা পুঞ্জিকানুসারে বিশ্ব দরিদ্র দিবস পালন করা হয় সাধারণকালের ৩৩ তম রবিবারে যা এবছর ১৩ নভেম্বর পরবে। বার্ষিক এ দিনের মূলভাব নির্ধারণ করা হয়েছে "তোমার জন্যই খ্রিস্ট দরিদ্র হলেন *(২ করিন্থীয় ৮:৯)*"। পোপ মহোদয় করিন্থ নগরীর খ্রিস্টানদের কাছে সাধু পলের কথাগুলো স্মরণ করে অভাবী ভাই-বোনদের একাত্ম হয়ে তাদের প্রচেষ্টাগুলোকে উৎসাহিত করার জন্য। পোপ মহোদয় উল্লেখ করেন, এবারের বিশ্ব দরিদ্র দিবসটি আমাদের কাছে স্পষ্ট চ্যালেঞ্জ হিসেবে আসে, যা আমাদের জীবনধারা এবং আমাদের চারপাশের দরিদ্রের বিভিন্ন ধরণ অনুধাবন করতে সহায়তা করে। কোভিড-১৯ এর কারণে মিলিয়ন মিলিয়ন ব্যক্তি চাকুরি হারিয়ে দরিদ্র হয়েছে। এ মহামারির দুর্যোগ থেকে বেরিয়ে বিশ্ব সবে মাত্র অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করা শুরু করেছে। এমনি সময়ে মহাদুর্যোগ হয়ে এসেছে ইউক্রেন যুদ্ধ। পোপ মহোদয় আর্তনাদ করে বলেন, আমাদের বিশ্বের উপর একটি ভিন্ন দৃশ্যকল্প আরোপ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জনগণের স্ব-নিয়ন্ত্রণের নীতি লঙ্ঘন করে নিজের ইচ্ছা আরোপ করার লক্ষ্যে একটি পরাশক্তির সরাসরি হস্তক্ষেপ পরিস্থিতি আরো জটিল করে তুলছে। বিশেষভাবে তিনি জোর দেন, কিভাবে অরক্ষিত ও অসহায় ব্যক্তিগণ সহিংসতা দ্বারা এবং যুদ্ধের ভয়াবহতা দ্বারা চরম দরিদ্র হয়ে পড়ছেন। নিজেদের রক্ষা করার জন্য এই দরিদ্ররা নিজের শিকড় ভুলে গিয়ে বিভিন্ন জায়গাতে স্থানান্তরিত হয়ে পরছে। হাজার হাজার শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা বোমাবর্ষণে আক্রান্ত হয়েছেন। নিজেদের রক্ষা করার জন্য তারা পার্শ্ববর্তী দেশে আশ্রয় নিচ্ছেন। তবে অনেকেই খাদ্য, চিকিৎসা, পানি ও ঔষধপত্রের অভাব থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধাঞ্চলেই রয়ে গেছেন। এই ৬ষ্ঠ বিশ্ব দরিদ্র দিবস এমন এক পরিস্থিতিতে পালিত হচ্ছে যখন আমাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে যিশুর উপর আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে। যিশু, যিনি ধনী হয়েও আমাদের জন্য দরিদ্রতাকে গ্রহণ করলেন। যাতে করে তাঁর দারিদ্রে আমরা নিজেদেরকে ধনবান করতে পারি। প্রেরিতশিষ্যেরা যেমনি জেরুশালেমে দরিদ্র ভাইবোনদের জন্য সাহায্য যাচ্না করতো ঠিক একইভাবে বর্তমানেও প্রতি রবিবারে খ্রিস্টযাগের সময় খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ দরিদ্রদের জন্য দান করে যাচ্ছেন। তাই আমাদের সামান্য যা কিছু আছে তা নিয়েই যখন সহভাগিতা করি তখন তা অন্যের প্রতি আমাদের একাত্মতা প্রকাশ করে। আমরা শুধু শ্রবণকারী হয়েই থাকবো না, আমরা যেন কর্ম সম্পাদনকারীও হয়ে ওঠি।

হাঁটুর সমস্যায় পোপ মহোদয় খ্রিস্টের দেহোৎসব পর্বের খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করছেন না

খ্রিস্টের দেহোৎসব মহাপর্বের আগেই গত সোমবার (১৩/০৬) ভাটিকান প্রেস অফিস এক বিবৃতিতে জানায় যে, পোপ মহোদয়ের হাঁটুতে তীব্র ব্যথা থাকায় কারণে তিনি পর্বের খ্রিস্টযাগ ও শোভাযাত্রায় পৌরহিত্য করছেন না। এ বছর খ্রিস্টের দেহোৎসব পর্ব বৃহস্পতিবার ১৬ জুন তারিখে; কিন্তু কোন কোন ডায়োসিসে ঐ তারিখ পরিবর্তন করে জুন ১৯, রবিবারে তা পালন করা হবে। যিশুর দেহোৎসব পর্বে রীতি অনুসারে পোপ ফ্রান্সিস সাধু জনের লাতেরান মহামন্দিরের চত্বরে থেকে কিছু বছর যাবৎ পৌরহিত্য করে চলেছেন এবং রোমের জনগণদের নিয়ে শোভাযাত্রা করে সান্তা মারীয়া মাজোরে মহামন্দিরের অভিমুখে যান। কিছু বছর আগে পোপ ফ্রান্সিস সিদ্ধান্ত নেন রোমের আশেপাশের বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে এ বিশেষ খ্রিস্টযাগ ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠান করা হবে। তবে বিগত দু'বছরে কোভিড-১৯ এর কারণে মানুষজনদের আক্রান্তের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশে খ্রিস্টপ্রসাদীয় শোভাযাত্রা স্থগিত করে সাধু পিতরের মহামন্দির খুব অল্পসংখ্যক বিশ্বাসীভক্তদের নিয়ে তা পালন করা হয়॥

- তথ্যসূত্র : *news.va*

আপনাদের কর্মে ও কৃতিত্বে গর্বিত-আনন্দিত আমরা সকলে। শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন অবিরত

জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার -২০১৪ প্রাপ্ত মিউরেল গমেজ, এ্যাথলেটিক্স (মহিলা)

কান চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারকের দায়িত্ব পালনকারী বিধান রিবেরু

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০২০ প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী, রোজালিন দীপান্বিতা মার্টিন

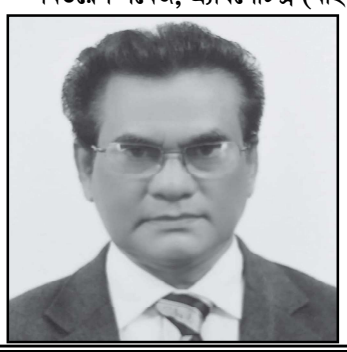

বিশিষ্ট কবি ড. আগষ্টিন ক্রুজ ভারতের অগ্নিবীণা কর্তৃক সংবর্ধিত

বিশিষ্ট রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী আইরীন সাহা চট্টগ্রাম সঙ্গীত পরিষদ কর্তৃক সংবর্ধিত

বিশিষ্ট এসকল ব্যক্তিদের কর্ম, জীবন ও অর্জন নিয়ে বিভিন্ন কথা খুব শীঘ্রই বিশেষ কলেবরে প্রকাশ করা হবে।

- সম্পাদক
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

উপাসনা ও পুণ্য সঙ্গীত বিষয়ক জাতীয় প্রশিক্ষণ কর্মশালা

সিস্টার সোনিয়া রোজারিও আরএনডিএম ▯ গত ৩ জুন থেকে ৯ জুন ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ পবিত্র আত্মার উচ্চ সেমিনারী বনানীতে, জাতীয় উপাসনা ও প্রার্থনা বিষয়ক বিশপীয় কমিশন (EC-LP) কর্তৃক আয়োজিত হয় "উপাসনা ও পুণ্য সঙ্গীত বিষয়ক জাতীয় প্রশিক্ষণ কর্মশাল-২০২২"।

৩ জুন পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে এই কর্মশালা উদ্বোধন করেন বিশপ জেভার্স রোজারিও, সভাপতি (EC-LP)। খ্রিস্টযাগেরে আরম্ভে কমিশনের চেয়ারম্যান বিশপ জের্ভাস, ফাদার ইউজিন আঞ্জুস সিএসসি, বাংলাদেশের ৮টি ধর্মপ্রদেশের ৮জন প্রতিনিধি প্রদীপ প্রজ্জ্বালন করেন। অতঃপর প্রশিক্ষণের ব্যানার উন্মোচনের মধ্যদিয়ে বিশপ মহোদয় এই কর্মশালার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। বিশপ জের্ভাস রোজারিও বলেন, "উপাসনা হল মণ্ডলীর প্রাণ কেন্দ্র। তাই এতে আমাদের সকলের সক্রিয় ও সচেতন অংশগ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজন।"

কর্মশালার প্রথম দিনে উপাসনা সংক্রান্ত মৌলিক ধারণা, উপাসনা ও বাইবেলের মধ্যকার নিবিড় সম্পর্ক, উপাসনা ও লৌকিক ভক্তি, পবিত্র খ্রিস্টযাগ রীতি প্রভৃতি বিষয়ের উপর সহভাগিতা করেন ফাদার ইউজিন আঞ্জুস সিএসসি।

কর্মশালার দ্বিতীয় দিনে সামসঙ্গীত এর উপর সহভাগিতা করেন ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ। তিনি বলেন, সেই আদি থেকেই প্রার্থনা বা উপাসনায় সামসঙ্গীতের ব্যবহার হয়ে আসছে। সামসঙ্গীতগুলো পবিত্র শাস্ত্রের অংশ যা দিয়ে ভক্তমণ্ডলী ঈশ্বরের প্রশংসা করে, অন্যদিকে আকুল মিনতি জানায়। তিনি সামসঙ্গীতগুলি গাওয়ার জন্য কিছু সহজ পদ্ধতি দেখান; বিভিন্ন রাগ, সুর, ধুয়ো ও নতুন সামসঙ্গীত শেখান ও অনুশীলন করান।

কর্মশালায় তৃতীয় ও চতুর্থ দিনে প্রশিক্ষণ দান করেন ফাদার প্যাট্রিক গমেজ। তিনি খ্রিস্টীয় উপাসনায় ব্যবহৃত পুণ্য সঙ্গীত সম্পর্কে ধারণা দেন, প্রচলিত কিছু উপাসনা সঙ্গীতের ভুল সংশোধন করেন। সেই সাথে কিছু নতুন গান শেখান ও সুরে সুরে খ্রিস্টযাগের প্রার্থনায় উত্তরদান ইত্যাদি শিক্ষা দেন। তিনি ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশে উপাসনায় বাংলা সঙ্গীত ব্যবহারের ইতিহাস তুলে ধরেন।

কর্মশালার পঞ্চম দিনে 'উপাসনায় বিবিধ সেবা দায়িত্ব: ঐশ জনগণ রূপে আমাদের সক্রিয় ও প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ' এর উপর সহভাগিতা করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া। তিনি বলেন, উপাসনায় সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে আমরা খ্রিস্টের সঙ্গে যুক্ত হই, তাঁর সান্নিধ্য লাভ করি যা আমাদের বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় ও জীবন্ত ক'রে তুলে। তিনি উপাসনায়, যাজক, ডিকন, সেবকদল, বাণী-পাঠক, গানের দল এবং ভক্তজনগণের অংশগ্রহণ ও তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

এই কর্মশালায় বিভিন্ন শিক্ষাদান, অনুশীলন এর পাশাপাশি পুণ্য সঙ্গীত, সামসঙ্গীত, ভক্তিনৃত্য ইত্যাদির উপর প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। কর্মশালার শেষদিন বিশপ জের্ভাস রোজারিও পবিত্র খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ও কর্মশালার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত কর্মশালায় বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশ থেকে মোট ৪৯ জন অংশগ্রহণ করেন॥

ডন বস্কো সালেসিয়ান সংঘে আজীবন ব্রত গ্রহণ

সেন্টু লরেন্স বিশ্বাস ▯ গত ২০ মে ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, ব্রাদার তিসু ইগ্নেসিউস মালসাম এসডিবি (ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের) এবং সেন্টু লরেন্স বিশ্বাস এসডিবি (খুলনা ধর্মপ্রদেশ) ডন বস্কো সালেসিয়ান সংঘে আজীবন ব্রত গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, সেন্টু লরেন্স বিশ্বাস এসডিবি খুলনা ধর্মপ্রদেশের সালেসিয়ান সংঘের প্রথম ভ্রাতা। এ অনুষ্ঠানের পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ফাদার যোসেফ পাওরিয়া এসডিবি। উপদেশ বাণীতে তিনি যিশু ও মারীয়ার সাথে সংযুক্ত থেকে ফলশালী হওয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে আগত ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার ও আজীবন ব্রত গ্রহণকারী ব্রাদারদের মাতা, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণ। খ্রিস্টযাগ শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আজীবন ব্রত গ্রহণকারী ব্রাদারদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়। ডন বস্কো সালেসিয়ান সংঘের ভ্রাতা ব্রাদারদের আজীবনের জন্য সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ ও আত্মদানের জন্য মহান ঈশ্বর ও ব্রাদারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আশীর্বাদ কামনা প্রকাশ করেন॥

উৎরাইল ধর্মপল্লীতে অনুষ্ঠিত হলো প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ ও হস্তার্পণ সংস্কার অনুষ্ঠান

সেন্টু লরেন্স বিশ্বাস ❑ গত ৮ মে ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, রোজ রবিবার মারীয়া আমাদের সহায় ধর্মপল্লী উৎরাইলে প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ ও হস্তার্পণ সংস্কার অনুষ্ঠিত হয়। এ দিন মোট ৬১ জন প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কার ও ১১৩ জন হস্তার্পণ গ্রহণ করেন। রবিবার সকাল ৯:৩০ মিনিটে পবিত্র খ্রিস্টযাগ শুরু হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন মহামান্য বিশপ পল পনেন কুবি সিএসসি। খ্রিস্টযাগে সহার্পিত যাজক হিসেবে ছিলেন ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত যোসেফ কস্‌মা এসডিবি, ডন বস্কো সেমিনারীর পরিচালক ফাদার পাওয়েল কোচিওলেক এসডিবি, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের পরিচালক ফাদার সেবাষ্টিয়ান ঠেকেল এসডিবি এবং তিনজন জন সিস্টার, চার জন ব্রাদার ও চার শতাধিক খ্রিস্টভক্ত।

বিশপ মহোদয় তার উপদেশে বলেন, হস্তার্পণ সংস্কারের মধ্যদিয়ে আমরা পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করি ও শক্তিশালী হই। একই সাথে তিনি প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ ও হস্তার্পণ সংস্কার এর গভীর তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং ছেলেমেয়েদের সুন্দর জীবন গঠনে আহ্বান জানান। খ্রিস্টযাগ শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠান শেষে পাল পুরোহিত ফাদার যোসেফ কস্‌মা সকল ফাদার, শিশু এনিমেটর, দিদি মনি, গানের দল ও শিশুদের পিতা মাতা ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন॥

প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার ধর্মপল্লী মিরপুরে- পর্ব, হস্তার্পণ ও প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কার প্রদান

ফাদার লেনার্ড আন্তনী রোজারিও ❑ গত ৩ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, মিরপুরে ধর্মপল্লীর প্রতিপালিকা প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার পর্ব মহাসমারোহে উদ্‌যাপন করা হয়। একই দিনে ধর্মপল্লীর ২৮ জন ছেলে-মেয়েকে হস্তার্পণ সংস্কার এবং ৩২ জন ছেলে-মেয়েকে প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ দেওয়া হয়। সকাল ৯ টায় পর্বীয় খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই এবং সহার্পিত যাজক ছিলেন পাল-পুরোহিত ফাদার প্রশান্ত টি রিবেরু ও যাকোব স্বপন গমেজসহ আরও তিন জন পুরোহিত। উপদেশ সহভাগিতায় আর্চবিশপ মহোদয় যিশুর জীবনে মা মারীয়ার অবদান, মা মারীয়ার বিভিন্ন গুণাবলী তুলে ধরেন এবং মা মারীয়ার মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করার আহ্বান জানান। প্রথম কম্যুনিয়ন প্রার্থীদের উদ্দেশে বলেন, যিশুকে গ্রহণ করার মধ্যদিয়ে তোমরা যিশুর জীবনের একটি অংশ হয়ে যাবে। যিশুকে গ্রহণ করবে বলে তোমরা আনন্দিত কিন্তু যদি এই আনন্দকে সব সময় ধরে রাখতে চাও তাহলে সব সময় খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং যিশুকে গ্রহণ করতে হবে। হস্তার্পণ প্রার্থীদের উদ্দেশে বলেন, তোমরা হস্তার্পণ সংস্কার লাভ করে খ্রিস্টের সাহসী সৈনিক হয়ে ওঠবে এবং শিষ্যদের ন্যায় ও সাহসের সাথে বাণীকে প্রচার করবে। উপদেশের পরে আর্চবিশপ প্রার্থীদের বিশ্বাসমন্ত্র নবায়ন করানোর পরে হস্তার্পণ প্রার্থীদের হস্তার্পণ প্রধান করেন। খ্রিস্টযাগের পরে পাল-পুরোহিত ফাদার প্রশান্ত টি রিবেরু সকলকে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। খ্রিস্টযাগের পরে সকলকে টিফিন দেওয়া হয়। পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ধর্মপল্লীর ছেলে-মেয়েরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে খ্রিস্টভক্তদের সাথে বিভিন্ন সম্প্রাদায়ের প্রায় ৩০ জন সিস্টার উপস্থিত ছিল॥

সাধু পোপ ৬ষ্ঠ পলের পর্ব উদ্‌যাপন, মাইনর সেমিনারী, বনপাড়া

জেভার্স মুর্মু ❑ ৩ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার সকাল ১০:৩০ মিনিটে সাধু পোপ ৬ষ্ঠ পল, সেমিনারীতে পর্ব উদ্‌যাপন করা হয়। পর্বের প্রস্তুতিস্বরূপ ৯ দিনব্যাপী নভেনা প্রার্থনা করা হয়। এই পর্বীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার দিলীপ এস কস্তা, বনপাড়া ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত এবং অন্যান্য ফাদারগণও উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে প্রত্যেক গ্রাম থেকে একজন করে প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এই খ্রিস্টযাগে ৬০ জন খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। ফাদার তার উপদেশ বাণীতে বলেন, সাধু পোপ ৬ষ্ঠ পলের যে নম্র দিকগুলো রয়েছে সেগুলো আমাদের অন্তরে গেঁথে রাখা এবং অনুরসণ করেত হবে। খ্রিস্টযাগের পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ফাদার দিলীপ এস. কস্তা এবং অন্যান্য ফাদারগণও বক্তব্য রাখেন। বিশেষ করে ফাদার স্বপন পিউরীফিকেশন বলেন, জীবনে চলার পথে তিনটি ধাপ অতি গুরুত্বপূর্ণ, লক্ষ্য ঠিক

রাখা, সময়ের সঠিক ব্যবহার ও কঠোর পরিশ্রমী হওয়া। গ্রাম প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে ক্লেমেন্ট কস্তা ও সুলেখা গমেজ তাদের সহভাগিতা করেন। শেষে ফাদার লিপন প্যাট্রিক রোজারিও, বনপাড়া সেমিনারীর পরিচালক সব কিছুর জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানটি সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হলো উত্তরবঙ্গ খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর 'রজত জয়ন্তী' উৎসব

পিউস ছেড়াও ▯ ৩ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ তারিখে উত্তরবঙ্গ খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লি: এর গৌরবময় ২৫ বছর পূর্তি 'রজত জয়ন্তী' উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা নটরডেম কলেজ প্রাঙ্গনে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ ওএমআই, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশপ জের্ভাস রোজারিও ডিডি, নটর ডেম কলেজের প্রিন্সিপাল ড: ফাদার হেমন্ত পিউস রোজারিও সিএসসি। অনুষ্ঠানে সমিতির সদস্য-সদস্যা ও তাদের পরিবার-পরিজন, প্রাক্তন নেতৃবৃন্দসহ ঢাকাস্থ উত্তরবঙ্গের প্রায় ১৩০০ জনের ছিল প্রাণবন্ত উপস্থিতি। এছাড়াও আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকাসহ উত্তরবঙ্গের স্থানীয় প্রায় ২৫টি সমিতির চেয়ারম্যান-সেক্রেটারী ও প্রতিনিধিবৃন্দ॥

সকাল ৯ টায় জাতীয় পতাকা ও সমবায় পতাকা উত্তোলন এবং বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। এরপর অতিথিবৃন্দ ও সদস্যগণ জুবিলী ব্যানার নিয়ে কলেজ চত্বরে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। চেয়ারম্যান তার্সিসিউস পালমা অতিথিদের নিয়ে মঞ্চে আসন গ্রহণের পর সকলকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। অতঃপর সমিতির সেক্রেটারী পিউস ছেড়াও এর সঞ্চালনায় শুরু হয়- শুভেচ্ছা বক্তব্য পর্ব। প্রথমেই বিশেষ অতিথি নটর ডেম কলেজের প্রিন্সিপাল ড. ফাদার হেমন্ত পিউস রোজারিও সিএসসি অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক প্রার্থনা করেন। অতঃপর পর্যায়ক্রমে স্বাগত ও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন তার্সিসিউস পালমা। মূল জুবিলী বাণী প্রদান করেন- অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি বিশপ জের্ভাস রোজারিও।

দুপুরের আহারের পর প্রধান অতিথি আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ ওএমআই তার শুভেচ্ছা বাণী প্রদান করেন। তিনি তার বক্তব্যে সকলকে জুবিলীর শুভেচ্ছা জানিয়ে সমিতির প্রতিটি কর্মে ও নেতৃত্বে খ্রিস্টীয় আদর্শ অনুসরণের আহ্বান জানান। অতঃপর জন অংকুর ও ফাল্গুনী কস্তার উপস্থাপনায় উত্তরবঙ্গের বাঙালি ও বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর বৈচিত্রতায় পরিবেশিত হয় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সর্বশেষ আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছিল জুবিলী উপলক্ষে আয়োজিত লাকী কুপন ড্র পর্ব। সবশেষে সন্ধ্যা ৭ টায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদের মাধ্যমে এবং শেষ প্রার্থনার মধ্যদিয়ে এই মহা-মিলনযজ্ঞের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়॥

ঘোড়ারপাড় ধর্মপল্লীতে পালিত হল ৫৬তম বিশ্ব যোগাযোগ দিবস-২০২২

যোষেফ রুবেন দেউরী ▯ হৃদয়ের অনুরনণে শ্রবণ করা এই মূলভাবের আলোকে বিগত মে ২৯ ঘোড়ারপাড় ধর্মপল্লীতে, সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের আয়োজনে ৫৬তম যোগাযোগ দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে ফাদার, সেমিনারীয়ান, সিস্টারগণ, সেন্ট মেরীস্ হোমের মেয়েরা, সাংবাদিক ও খ্রিস্টভক্তসহ মোট ৮২ জন উপস্থিত ছিল। পোপ মহোদয়ের বাণীর আলোকে ও ধর্মীয় দৃষ্টিতে সহভাগিতা করেন সিস্টার নিতু রোজারিও এলএইচসি।

আন্তঃমাণ্ডলিক ও আন্তঃধর্মীয়ভাবে যোগাযোগ বৃদ্ধির বিষয়ে সহভাগিতা করেন ক্যাটেখিস্ট সুবাস বাড়ৈ। বর্তমানে ব্যবহৃত জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর সঠিক ব্যবহারের বিষয়টি সহভাগিতা করেন কমিশন সদস্য যোসেফ রুবেন দেউরী। বিশেষ করে ফেইজবুক, ম্যাসেঞ্জার, ভাইভার, ইমো, টুইটার ও ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদি। যোগাযোগ মাধ্যমগুলো যেন ন্যায্য, সত্য ও সঠিক তথ্য প্রচারে, মানুষের মঙ্গল কামনায় ব্যবহৃত হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি ফাদার জার্মেন সঞ্চয় গোমেজ বলেন; যোগাযোগ দিবসের ইতিহাস সম্পর্কে। পোপের বাণীর আলোকে কিছু বাস্তব ঘটনা সহভাগিতা করেন। কমিশনের সকল সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়ে ৫৬ তম বিশ্ব যোগাযোগ দিবস-২০২২ এর অনুষ্ঠানের সমাপনী ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনায় ছিলেন: কমিশন সদস্য যোসেফ রুবেন দেউরী॥

বিশ্ব যোগাযোগ দিবস উদ্‌যাপন

সিস্টার হাসি রিবেরু, এলএইচসি ▯ ২৯ মে ২০২২ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে ৫৬তম বিশ্ব যোগাযোগ দিবস উদ্‌যাপিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক, ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার ও অন্যান্য নিমন্ত্রিত গণ্যমান্য অতিথিবৃন্দ। মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিবৃন্দ প্রদীপ প্রজ্বালন ক'রে বিশ্ব যোগাযোগ দিবসটির শুভ সূচনা করেন। এরপর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন পালকীয় পরিষদের পক্ষে মিসেস রীতা গনছালভেস। ৫৬তম বিশ্ব যোগাযোগ দিবস উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের দেওয়া বাণী "শ্রবণ, হৃদয় অনুরনণে শ্রবণ করা" এর উপর অর্থপূর্ণ সহভাগিতা করেন সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের সমন্বয়কারী, ফাদার অনল টেরেন্স ডি'কস্তা সিএসসি। মুক্ত

আলোচনায় অনেকেই পোপ মহোদয়ের বাণীর উপর আলোকপাত করেন। অতঃপর পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন – প্রেমানন্দ বিশ্বাস, দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার সাংবাদিক পান্থ, বাংলাদেশ টুডে এর সাংবাদিক জিহাদ রানা, ব্রাদার প্রত্যয় রোজারিও সিএসসি, সিস্টার হানিমা ত্রিপুরা এলএইচসি। সমাপনী বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ফাদার লাজারুস গমেজ। শেষান্তে দিনটিকে অর্থপূর্ণ ও স্মরণীয় করে রাখার জন্য অতিথিগণ কেক কাটেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, বরিশাল ধর্মপ্রদেশীয় সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের উদ্যোগে, ধর্মপ্রদেশের ৭টি ধর্মপল্লীতে একই দিনে, এক যোগে দিবসটি আয়োজিত ও উদ্‌যাপিত হয়॥

প্রতিবন্ধী, প্রবীণ এবং মাদক সেবনকারীদের শারীরিক ও মনোসামাজিক যত্ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

লুটমন এডমন্ড পড়ুনা ▯ কারিতাস বাংলাদেশ সিলেট অঞ্চলে গত ২৩ থেকে ২৬ মে ২০২২ খ্রিস্টাব্দে শারীরিক ও মনোসামাজিক যত্ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার ৩নং শ্রীমঙ্গল ইউনিয়ন, ৭নং রাজঘাট ইউনিয়ন এবং কুলাউড়া উপজেলার ১৩ নং কর্মধা ইউনিয়নের এসডিডিবি প্রকল্পের প্রতিবন্ধী, মাদকব্যবহারকারী ও প্রবীণ হিতৈষী ক্লাব, প্রতিবন্ধী ইউনিয়ন নারী ফোরাম, ইউনিয়ন ক্লাব ফোরাম এবং উন্নয়ন কমিটির ৩০ জন নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণের প্রথম দিন শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন চন্দন রোজারিও, কর্মসূচি কর্মকর্তা, সক্ষমতা প্রকল্প, কারিতাস সিলেট অঞ্চল। তিনি তার বক্তব্যে আঞ্চলিক অফিসে আগত প্রশিক্ষণার্থীদের শুভেচ্ছা জানান এবং সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে প্রশিক্ষণের সাফল্য কামনা করেন। এর পর প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরেন বিনয় লুক রড্রিক্স। তিনি কারিতাস এসডিডিবি বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রতিবন্ধীতা, শিশু স্নায়ুরোগ, প্রতিবন্ধী শিশুদের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা (এডিএল), প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়মিত ব্যায়াম, প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ নীতিমালা, মাদকাসক্তি, মাদকের ক্ষতিকারক দিক, পরিবার ও সমাজে এর প্রভাব, কাউন্সিলিং এবং প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনায় ছিলেন লুটমন এডমন্ড এবং বিনয় লুক রড্রিক্স॥

রাজশাহীর তানোরে কারিতাস বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন

অসীম ক্রুশ ▯ "ভালোবাসা ও সেবায় ৫০ বছরের পথ চলা"– এ মূলসুর ঘিরে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা কারিতাস বাংলাদেশ রাজশাহী অঞ্চলের উপজেলা পর্যায়ের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করে তানোর উপজেলার ফজর আলী মোল্লা ডিগ্রী কলেজ, মুন্ডুমালায়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো: লুৎফর হায়দার রশিদ (ময়না), উপজেলা চেয়ারম্যান তানোর। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব পংকজ চন্দ্র দেবনাথ। প্রায় ৪০০ শতাধিক অংশগ্রহণকারীর এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সুক্লেশ জর্জ কস্তা, আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বলেন, কারিতাস বাংলাদেশ দেশে হল্যাণ্ডের আলুর বীজ এনে যে কৃষি বিপ্লব সম্প্রসারণ করেছে তা অতুলনীয়। দীর্ঘ্য ৫০ বছরে অসহায় মানুষদের সহায়তা, শিক্ষাবৃত্তি, গবাদীপশু বিতরণ, বৃক্ষরোপন, দুর্যোগে সাড়াদান, কৃষি উন্নয়ন পদক্ষেপসমূহ ছিল অন্যতম। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিতি বলেন, একসময় দেশ ছিল তলা বিহীন ঝুড়ি, এখন দেশ খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ। আর দেশের সরকারের সাথে এনজিওগুলো ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। এজন্য কারিতাসকে ধন্যবাদ জানাই।

অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে ছিল- জুবিলী উপলক্ষে বিশেষ মানবিক সহায়তা হিসেবে ১০ জনকে আইজিএ সহায়তা, ২ জনকে শিক্ষাবৃত্তি সহায়তা, ৫ দশকের চিহ্নস্বরূপ কলেজ ক্যাম্পাসে ৫টি বৃক্ষরোপন, কৃষি স্টল প্রদর্শন ও সফল কৃষকের গল্প সহভাগিতা, ইত্যাদি। এছাড়া কারিতাস বাংলাদেশ- ভালবাসা ও সেবায় ৫০ বছরের পথচলা বিগত ৫ দশকের ঐতিহাসিক, স্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য অর্জন সহভাগিতা, কারিতাসের কার্যক্রমের উপর জীবনসাক্ষ্য প্রদান, অতিথিদের উত্তরীয় ও জুবিলী সম্মাননা স্মারক প্রদানসহ কার্যক্রমও অনুষ্ঠানে অন্তর্ভূক্ত ছিল। উল্লেখ্য অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মি. দীপক এক্কা, কর্মসূচি কর্মকর্তা (ডিএম), কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল॥

৭ম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত মেরী গমেজ

স্বামী: প্রয়াত পল গমেজ
জন্ম: ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৪ জুন, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: পাদ্রীকান্দা, গোল্লা ধর্মপল্লী, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

মা ছয়টি বছর পার হয়ে গেল, তুমি আমাদের মাঝে নেই। মা সর্বদা তোমাকে স্মরণ করি। তোমার উপস্থিতি অনুভব করি। তুমি আজও আমাদের মাঝে আছো। মা স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ করো, আমরা যেন তোমার মত বিনয়ী, প্রার্থনাশীল এবং সৎ মানুষ হয়ে শান্তিতে বসবাস করতে পারি। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন স্বর্গে তাঁর নিকট তোমার স্থান দান করেন।

ধন্যবাদান্তে

ছোট ছেলে : থিওটনিয়াস বাবুল গমেজ
ছেলে বৌ : মেরী গমেজ
নাতী : টনি ও সনি গমেজ
নাত বৌ : শুক্লা ও সিনথিয়া গমেজ
নাতীন : জুলি ও পলীন গমেজ

বিজ্ঞ/১৭৪/২২

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ ধর্মপ্রদেশীয় যাজকভ্রাতৃসংঘের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাই। **ধর্মপ্রদেশীয় যাজকভ্রাতৃসংঘের বার্ষিক সাধারণ সভা ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে আগামী জুলাই ২৫-২৮, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, ঢাকা।** বাংলাদেশের সকল ধর্মপ্রদেশীয় যাজকগণকে উক্ত সেমিনারে অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাই।

অনুষ্ঠানসূচী: বার্ষিক সাধারণ সভা ও সেমিনার
আগমন: ২৫-০৬-২০২২, সোমবার (সন্ধ্যার মধ্যে)
প্রস্থান: ২৭-০৬-২০২২, বুধবার (রাতের আহারের পর)

বি:দ্র: ধর্মপ্রদেশীয় যাজকবর্গের বার্ষিক নির্জনধ্যান
প্রথম দল: সেপ্টেম্বর ২৬-অক্টোবর ০১, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
দ্বিতীয় দল: অক্টোবর ০৩-০৮, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
স্থান: খ্রিষ্টজ্যোতি পালকীয় সেবাকেন্দ্র, রাজশাহী

ধন্যবাদান্তে,
কার্যকরী পরিষদ,
বাংলাদেশ ধর্মপ্রদেশীয় যাজকভ্রাতৃসংঘ (বিডিপিএফ)

বিজ্ঞ/১৭৯/২২

বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা-২২
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 21
বর্ষ ৮২ সংখ্যা-২২
Regd. No. DA-33
19 - 25 June, 2022, ৫ - ১১ আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

URGENT EMPLOYMENT NOTICE

Caritas Bangladesh (CB) is a national and non-profit development organization operating in Bangladesh since 1967. It has its Central Office in Dhaka and eight Regional Offices (Barishal, Chattogram, Dhaka, Dinajpur, Khulna, Mymensingh, Rajshahi and Sylhet Region). CB is implementing 89 on-going projects covering 189 Upazilas focusing on six main priorities i.e i) Social Welfare for Vulnerable Communities (SWVC), ii) Education and Child Development, iii) Nutrition and Health Education, iv) Disaster Management, v) Ecological Conservation and Food Security (ECFS), and vi) Development of Indigenous Peoples.

Caritas Bangladesh is inviting applications from the eligible candidates (men and women) for an immediate appointment as well as to prepare a panel list for the position of Secretary for its Central Office in Dhaka.

The details of the position including job responsibilities, educational qualification and other qualities /competency required for the above position are given below for your information:

Details of Position

- Position : Secretary
- No. of Positions : Two
- Age : 25-40 years (as on 31.5.2022) may be relaxed for the highly experienced candidate.
- Job Location : Central Office, Dhaka.
- Salary Range : Tk. 25,000- 30,000/- (consolidated) per month depending on the experience and qualifications.
- Bonus : as per policy of the organization.

Educational Qualification

- The candidate must have a Bachelor's degree. However, the candidates having post graduate degree will be given preference. Professional qualification, such as Diploma in Secretarial Science will be treated as an additional qualification.

Experience, Knowledge, Skills and Abilities Requirements

- Should have high level of competence with Microsoft Excel, Word, PowerPoint, composing English and Bangla etc., is essential.
- Should have at least two year's working experience in similar position in any reputed organization.
- Should be fluent both in writing and speaking English.
- Should have ability to translate various documentation from English to Bangla and vice versa.
- Should be self-driven and positive to work in a team.
- Should have "can do' attitude and able to handle multiple tasks managing priorities.
- Should be committed to work following organizational aims, values, principal and policies.
- Should have excellent interpersonal, organizational and communication skills.
- Should be smart, dynamic, intelligent and committed.

Key Responsibilities

- Receive and screen telephone calls and responds and take message in absence of the concerned Director.
- Prepare various correspondence/letters, reports and documents through MS Word, MS Excel, Power Points/Presentation software, etc.
- Receive/Send, sort and register all incoming and outgoing correspondence including faxes and email.
- Responsible for dispatching letters/reports/documents.
- Responsible for filling and preservation of official correspondence and documents in a systematic way.
- Provide secretarial support and take minutes of various meetings.
- Receive visitors and set-up appointments and giving on time reminders, maintain diary of future program for the Directors and preserve records of previous programs.
- Maintain confidentiality on any matter for interest of the organization.

The selected candidate will be appointed on temporary basis initially for six months which may be extended for future period subject to the satisfactory performance and requirements of the Organization. If you feel you are the right person for the above position, you are invited to apply with a complete CV with the names of two referees (not relative) from present and previous employer, two passport size photographs and copies of all educational and experience certificates including National ID to: **Head of HR, Caritas Bangladesh, 2, Outer Circular Road, Shantibagh, Dhaka-1217 by 26.6.2022.**

The candidates who are presently work under Caritas Bangladesh and have the required qualification should apply through proper channel with approval of the Project/Regional/Central Management.

Only short-listed candidates will be called for written test and Interview. Incomplete applications will not be considered, and the organization reserves the right to reject any application or to cancel or postpone the recruitment process for any reason whatsoever. Applicants are requested to **visit www.caritasbd.org/ or Facebook: https://www.facebook.com/Caritasbangladesh2016 to know about Caritas.**

ANY KIND OF PERSONAL CONTACT AND OR PERSUASION WILL BE TREATED AS THE DISQUALIFICATION OF THE CANDIDATE

Caritas Bangladesh (CB) is committed to recognize the personal dignity and rights of all people we work, especially vulnerable groups regardless of gender, race, culture and disability and conduct its programs and operations in a manner that is safe for the children, young people and vulnerable adults it serves. Caritas Bangladesh has zero tolerance towards incidents of violence or abuse against children or adults, including sexual exploitation or abuse, committed either by employees or other affiliates with our work. To this aim, we follow recruitment practices according to our safeguarding policies.

Caritas is an equal opportunity employer.

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org